পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 126 Tuesday, 7 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা ❋ ২৩ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘ভবানীপুরে ৪০ হাজার নাম বাদ দিয়েছে, তাতে আমার বয়েই গেছে’!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেথুয়াডহরি ও শান্তিপুর, ৬ এপ্রিলঃ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের সাম্প্রতিক এক মন্তব্য তুমুল চর্চায় উঠে এসেছে। ভারতের মাটিতে কোনও ‘অভিযান’ চললে তার প্রত্যাঘাত কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার যে হুমকি ইসলামাবাদ দিয়েছে, তা নিয়ে সোমবার নদিয়ার বেথুয়াডহ।রি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, বাংলার রাজধানীকে নিয়ে এমন হুমকির পরেও কেন প্রধানমন্ত্রী মৌনব্রত পালন করছেন? গত বছর কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিহানার পর থেকেই ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে নয়াদিল্লির ‘সিঁদুর অভিযান’ এবং তার পরবর্তী চার দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের স্মৃতি এখনও টাটকা। এরই মাঝে রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খোয়াজা আসিফ বলেন, ‘‘ভারত যদি ভবিষ্যতে কোনও মিথ্যা অজুহাতে পাকিস্তানে অভিযান চালায়, তবে আমরা তা কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাব।’’ অর্থাৎ, যুদ্ধের আঁচ যে এবার সরাসরি বাংলার বুকেও আছড়ে পড়তে পারে, সেই প্রচ্ছন্ন হুমকিই দিয়ে রেখেছে ইসলামাবাদ। সোমবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এই ইস্যুতেই সুর চড়ান তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘বাংলা গোটা দেশকে পথ দেখায়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যখন কলকাতাকে আক্রমণ করার কথা বলেন, সেই কথাটা কেন প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে এক বারও বললেন না? কেন তিনি জানালেন না যে এর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে?’’ মুখ্যমন্ত্রীর আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মুখ বুজে বসে আছেন কেন? তবে কি নির্বাচনের আগে আর একটা পহেলগামের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে? এটা কি কেবলই লোক দেখানো ছলনা?’’ তাঁর সাফ কথা, বাংলার মানুষকে লক্ষ্য বানালে বাংলাও দিল্লিকে টার্গেট করবে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে এই কথা কে বলিয়েছে, তার তদন্ত দাবি করার পাশাপাশি মোদির পদত্যাগও দাবি করেন তিনি। মমতার দাবি, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে এমন বড় হুমকির পরেও কেন্দ্রের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন,

‘‘ভারতীয় হিসেবে আমরা এই অপমান মানব না। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাকে নিশানা করতে পারেন, কিন্তু ভিনদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যখন বাংলাকে টার্গেট করেন, তখন কেন আপনি চুপ?’’ এদিন বেথুয়াডহরির সভা থেকে সরাসরি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরে বিরোধী দলনেতার সমর্থনে লোক না থাকা থেকে শুরু করে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া সব কিছুই উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। আত্মবিশ্বাসের সুরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভবানীপুরে কোনওভাবেই জয় পাবে না বিজেপি। বেথুয়াডহরির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমার ভবানীপুরে ৪০ হাজার নাম কেটেছে। তাতে আমার বয়েই গেছে।’’ শুভেন্দু অধিকারীর হার নিশ্চিত জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, ‘‘এবার তোমার আমও যাবে, ছালাও যাবে।’’ এর আগেও, নাম বাদ নিয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৪৭ হাজার নাম বাদ যাওয়ার কথা জানার পরে, এর আগেও কমিশনকে তোপ দেগেছেন তিনি। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের নির্বাচনে তৃণমূলের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না এসআইআর। তিনি বলে দেন, ‘‘ভবানীপুরে আমিই জিতব।’’ অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘ওঁকে ভোট দেওয়ার কেউ থাকবে না।’’ তিনি নিজেও ভবানীপুরে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী বলে জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মার্চ মাসের এক রবিবারের সন্ধ্যায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভবানীপুর নিয়ে নিজের আবেগের কথা শোনান তৃণমূল নেত্রী। রাজনৈতিক টানাপড়েন আর ভোটের কৌশলের মাঝে এদিন তাঁর গলায় উঠে আসে ঘর ছাড়তে না চাওয়ার এক পারিবারিক কাহিনি। মমতা বলেন, ‘‘ভবানীপুরের সবাই আমাকে চেনেন। বাড়ি বদলের বিষয়ে কথা হলেও আমি ভবানীপুর ছাড়িনি। আসলে আমার মা আমাকে এই বাড়ি ছাড়তে দেননি।’’ ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সমস্যা হয়। সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ন্যূনতম রাজনৈতিক সৌজন্য নেই।’’ ভবানীপুরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শুভেন্দুর সঙ্গে সময় স্থানীয় মানুষ কেউ ছিল না বলে দাবি করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কাঁথি থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে লোক নিয়ে এসেছে। সব গেরুয়া পরে মিছিলে গিয়েছে। ওই মিছিলে ভবানীপুরের মাত্র ষোল জন ছিল।’’ সোমবার পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ ও নাকাশিপাড়ার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে বেথুয়াডহরি ও পূর্বস্থলী হয়ে যখন মুখ্যমন্ত্রী শান্তিপুরে পৌঁছলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ল লড়াইয়ের পুরনো দিনের খতিয়ান। আর সেই স্মৃতিতে বারবার ফিরে ফিরে এল একটি নাম, ফেলানি বসাক। নয়ের দশকের সেই উত্তাল দিনলিপি আজও মমতার স্মৃতিতে অমলিন। তৎকালীন বাম আমলে নিজের মূক-বধির মেয়ের লাঞ্ছনার বিচার চেয়ে মহাকরণে গিয়েছিলেন নদিয়ার ফুলিয়ার বাসিন্দা ফেলানি বসাক। সঙ্গে ছিলেন মমতা। সে দিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দেখা মেলেনি, উল্টে পুলিশি হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল তাঁদের। লালবাজার থেকে গভীর রাতে ছাড়া পেয়ে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে মমতার সেই অবস্থান রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি সেই লড়াকু বৃদ্ধা ফেলানি বসাকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার শান্তিপুরের মাটি থেকে সেই পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর রাজনৈতিক উত্তরণের ইতিহাসে ফেলানি বসাক এক অবিচ্ছেদ্য নাম। মঞ্চ থেকে এদিন নিজের খাদ্যাভ্যাসের কথাও ভাগ করে নেন তৃণমূলনেত্রী। ১৯৯০ সালের হাজরা মোড়ের সেই রক্তক্ষয়ী হামলার স্মৃতি উসকে তিনি বলেন, ‘‘সে দিন মার খাওয়ার পর থেকে রান্নায় একফোঁটা ঝাল থাকলে আমি খেতে পারি না, রাতে ঘুমোতে পারি না।’’ দীর্ঘ নির্বাচনী সফরে হোটেলের খাবার এড়িয়ে কেবল চিঁড়ে-মুড়ি আর সকালের এক কাপ চা-ই যে তাঁর সম্বল, তা-ও জানান নেত্রী। শান্তিপুরের জনসভা থেকে বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘‘ওরা প্ল্যান করছে। সকাল থেকে রটিয়ে দেবে বিজেপি জিতছে, বিজেপি জিতছে। নিজেদের জায়গাগুলোতে আগে কাউন্ট করবে। কিচ্ছু ভাববেন না। আমি যদি মানুষের চোখমুখ বুঝে থাকি, এবার আরও বেশি সিট পেয়ে তৃণমূল জয়লাভ করবে। এটা মানুষের বাঁচার প্রশ্ন। বাংলায় থাকার প্রশ্ন। সন্তান-সন্ততিদের প্রশ্ন।’’ পাশাপাশি ভোটের দিন বুথে বুথে পাহারা দেওয়ার জন্য মা-বোনেদের সতর্ক থাকার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ইভিএম পাহারা দেবেন। ভিভিপ্যাড আছে কিনা দেখে নেবেন। ইভিএম খারাপ হলে ভোট বন্ধ রাখবেন। নতুন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘ভোটের দিন অশান্তি করার চেষ্টা হলে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে ভোট দিতে যাবেন।’’

ট্রাইব্যুনাল নতুন নথি দেখবে কি না, তা তারাই সিদ্ধান্ত নেবে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ এই মুহূর্তে এসআইআর পর্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ১৯টি ট্রাইব্যুনালের হাতে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নথি যাচাই করে মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্বে ট্রাইব্যুনালই। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বাংলার এসআইআর মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। উঠেছে নথি সংক্রান্ত বিষয়ও। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ট্রাইব্যুনাল নতুন নথি দেখবে কি না, তা তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। কোর্ট উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে, কেউ যদি মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট জমা দেন, যা আগে যাচাই করা হয়নি। তা হলে এখন যাচাই করা যেতেই পারে। অর্থাৎ কমিশনের ঠিক করে দেওয়া নথিগুলির মধ্যে কোনও নথি আগে যাচাই করা হয়নি, তা ট্রাইব্যুনালে যদি কেউ জমা দেন, ট্রাইব্যুনাল মনে করলে তা যাচাই করতে পারে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চে এ দিন মামলার শুনানি হয়। ট্রাইব্যুনাল নিয়ে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ১৯টি ট্রাইব্যুনালের একই রকম কাজের প্রক্রিয়া হওয়া দরকার। সিজেআই-এর নির্দেশ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিন জন প্রবীণ বিচারপতিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। ট্রাইব্যুনাল কী ভাবে কাজ করবে, তা বলে দেবে ওই কমিটি। ৭ এপ্রিলের মধ্যেই এই কমিটি ট্রাইব্যুনালের কাজের দিশা ঠিক করে দেবে। ৬ এপ্রিল দুপুর

১২টা ৪ মিনিট পর্যন্ত ৫৯ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি কেস নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ফলে যাচাইপর্বের পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে এ দিনই। এ দিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্দেশ দেন, ট্রাইব্যুনালে নথি জমার পরে রসিদ দেওয়া হবে। অফলাইনে আপিল জমা দিলে জেলাশাসকের দপ্তর থেকে রসিদ দিতে হবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির সর্বশেষ চিঠি অনুযায়ী, ৬ এপ্রিল দুপুর ১২টা ৪ মিনিট পর্যন্ত ৫৯ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি কেস নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ফলে যাচাইপর্বের পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে এ দিনই। দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বের করতে হবে। তবে ডিজিটাল সিগনেচার করার জন্য পোর্টাল খোলা থাকবে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ‘‘আমরা আগে ভেরিফিকেশন পর্ব শেষ করতে চেয়েছিলাম। যাঁদের নাম আগে ক্লিয়ার হয়েছে, তাঁদের নাম আগে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হবে। ট্রাইব্যুনাল তাদের হিয়ারিং চালিয়ে যাবে। আমরা আশা করতে পারি, আগামিকালের মধ্যে প্রথম পর্বের লিস্ট ফ্রিজ করা হবে। ১০ তারিখের মধ্যে পরের পর্বের লিস্ট ফ্রিজ করা হবে।’’ এসআইআর-শুনানি চলাকালীন আদালতে মালদার মোথাবাড়ির প্রসঙ্গও ওঠে। সাত বিচারককে আটকে রাখার প্রসঙ্গ তোলেন কমিশনের আইনজীবীরা। আইনজীবী ডিএস নাইডু সওয়াল করেন, ফেডারেল অফিশিয়ালদের নামে অপপ্রচার চলছে। বলা হচ্ছে, ‘উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ এসে আপনাদের মারবে, তৈরি থাকুন...’ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মোথাবাড়িতে আটকে থাকা এক জুডিশিয়াল অফিসারের আর্তচিকারের অংশ তুলে ধরেন। পাল্টা রাজ্যের আইনজীবীও বলেন, ‘‘তা হলে আমাদেরও ভিডিয়ো দেখাতে হবে, প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন।’’ প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘‘রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা দেখব কী করা যায়।’’ আদালতে ওঠে শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদের প্রসঙ্গও। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ‘‘এই সমস্যার সমাধান করা হবে। ২৯ তারিখ, ভোটগ্রহণের আগেই।’’ ১৩ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিচারকদের আর্তনাদ শুনল সুপ্রিম কোর্টও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ বিধানসভা ভোটের মধ্যে মালদহের মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে সোমবারও কড়া কথা শোনাল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে শীর্ষ আদালতে শুনানি ছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ট্রাইব্যুনালের কাজ নির্বিঘ্নে চালানোর মতো পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনকে। এবং মোথাবাড়িতে বিচারকদের উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করবে এনআইএ-ই। মালদহে সাত জুড়িশিয়াল অফিসারকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাওয়ের ঘটনায় রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে মোফাক্কেরুল ইসলাম ও শাহজাহান আলিকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, ধৃতদের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা

(এনআইএ)-র হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নথিও এনআইএ-র কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুনানির সময় মোথাবাড়ির ঘটনার একটি ভিডিও আদালতে পেশ করা হয়। সেই ভিডিওতে এক বিচারকের আতঙ্কিত আর্তনাদ শোনা যায় বলে জানা গিয়েছে। ভিডিওটি দেখার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘রাজ্য প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলে শীর্ষ আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’’ এদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কমিশনের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিশেষ করে সিআরপিএফ নিয়ে করা মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। আদালতে সেই প্রসঙ্গও উত্থাপন করা হয়। সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে ২৫ পাতার রিপোর্ট জমা দিয়েছে এনআইএ। এই ২৫ পাতার রিপোর্টে আক্রান্ত বিচারকদের বয়ানের পাশাপাশি মোথাবাড়ি অঞ্চলের ২২ জন বুথ লেভেল অফিসারের জবানবন্দি গুরুত্ব সহকারে নথিভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানেও বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে অনুমান। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার দিন পরিস্থিতির ভয়াবহতা ঠিক কতটা ছিল এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরে বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরেই তা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিচারব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শীর্ষ আদালতের এই হস্তক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

কয়লা পাচার মামলায় সিবিআই-এর বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ কয়লাকাণ্ডে সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ। সিবিআই আধিকারিক উমেশ কুমার-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উদয় কুমার। ২০২২ সালে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিষ্ণুপুর থানায় উমেশ কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। কয়লা পাচার মামলায় ২০২২ সালের মে মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা হাইবার আখান নামে এক তৃণমূল কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। এরপর ওই বছরেরই ২৭ মে

এফআইআর করেন ওই ব্যক্তি। ১৩ টি ধারায় মামলা রুজু হয়। তদন্তভার হাতে নেয় সিআইডি। এফআইআর খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। এফআইআর এর ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত। চলতে থাকে শুনানি। সোমবার সেই মামলার রায়দান করলেন বিচারপতি উদয় কুমার। প্রসঙ্গত, উমেশ কুমার কয়লা পাচার মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন এবং মামলাটির নথিপত্র, লালার সিন্ডিকেট এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিষয়ে সিবিআই তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এবং তার দল কয়লা পাচার কাণ্ডে ইসিএল কর্তা এবং অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তিনি আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলার চার্জ গঠন এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ২০২২ সালের জুন মাসে উমেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

মালদার সব আসনে তৃণমূলে জেতানোর আহ্বান অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চাঁচল, ৬ এপ্রিলঃ মালদার চাঁচোলের মিছিলের পরে জনতার মাঝেই গাড়ির ছাদে উঠে নিজের বক্তব্য রাখেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিলের মধ্যে থেকেই মানুষের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান মালদায় ১২টি বিধানসভা আসনের সবগুলিতে জেতাতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এসআইআর আটকাতে লোকসভায় তৃণমূলের আসন বৃদ্ধির কথাও বলেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা থেকে দাবি করেছেন, তৃণমূলের দুটো আসন আরও বাড়লে বাংলায় এসআইআর হতে পারত না। তৃণমূল ২৯-এর বদলের ৩১টি আসন পেলেই হয়ে যেত। ভোট ভাগাভাগির বিষয়ে সাধারন মানুষকে ফের একবার সাবধান করে দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘আপনাদেরকে বলেছিলাম ভোট ভাগ করবেন না। কী হল দেখলেন। একটায় জিতল কংগ্রেস আর একটায় বিজেপি। আর লাইনে দাঁড়ালেন আপনারা।’’ অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর কথার

প্রতিধ্বনি করে অভিষেক আক্রমন করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, ‘‘খোয়াজা আসিফের নাম লিখে রাখছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইন্ডিয়া জোটের সরকার হলে বাড়িতে ঢুকে মারব।’’ প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মোদি নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করুন। পাকিস্তান দখল করুক।’’ পিওকে দখল করার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেকের দাবি, ‘‘সরকার পিওকে দখল করলে বাংলার মানুষ আপনাকে সমর্থন করবে।’’ মালদার দুই লোকসভা আসন মিলিয়ে মোট ১২টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১২টি বিধানসভা আসনের সবগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর আহ্বান জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘মালদায় ১২ আসন দিলেই তৃণমূল ২৫০-এর বেশি আসন পাবে।’’ সোমবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে পাকিস্তান ইস্যুতেই সুর চড়ান তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘বাংলা গোটা দেশকে পথ দেখায়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যখন কলকাতাকে আক্রমণ করার কথা বলেন, সেই কথাটা কেন প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে এক বারও বললেন না? কেন তিনি জানালেন না যে এর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে?’’

‘বাংলায় হিংসা রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে গেছে’ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপি কর্মীদের বিশেষ বার্তা মোদির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার ভার্চুয়ালি বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ভাষণেই একদিকে যেমন কংগ্রেস আমলের শাসনব্যবস্থার সমালোচনা শোনা গেল, তেমনই উঠে এল বিজেপির উত্থান এবং দেশজুড়ে দলের বিস্তারের কথাও। একই সঙ্গে বিধানসভা ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ তুলে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক হিংসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।’’ তাঁর অভিযোগ, এখানে হিংসাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ করে তোলা হয়েছে। নাম না করেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির বহু কর্মী এই হিংসার শিকার হয়েছেন এবং প্রাণও হারিয়েছেন।’’ সেই সমস্ত কর্মীদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের কর্মীদের ওপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু আমরা থামিনি, পিছিয়েও যাইনি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।’’ পাশাপাশি, কংগ্রেস আমলের শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, সেই সময় দেশে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরেই বিজেপির

উত্থান এবং মানুষের সমর্থন পাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, দীর্ঘ সময় পর দেশে এমন একটি রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে, যা বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে এবং সেই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কর্মীদের নিরন্তর পরিশ্রম। দলের সংগঠনগত শক্তির কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির কর্মীরা দলের আদর্শকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। সেই কারণেই আজ দল একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে।’’ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, দলের ভিত মজবুত করার ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকার উপরই জোর দিতে চাইছেন তিনি। একই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল থেকে শুরু করে বিবাহ সংক্রান্ত একাধিক আইনি পরিবর্তন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকর করা এবং অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণ - যে সব বিষয় একসময় অসম্ভব বলে মনে করা হত, তা বাস্তবায়ন করেছে বর্তমান সরকার।’’ ভবিষ্যতে ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর দিকেও এগোনোর কথা জানান তিনি। বিদেশ নীতির প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, ‘‘একসময় ভারত বহু দেশের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখত, কিন্তু এখন বিশ্বমঞ্চে দেশের অবস্থান অনেকটাই বদলেছে।’’ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ভাষণের শেষে দলের কর্মীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরের দিকে এগোচ্ছে দল। এই পথচলা একদিকে যেমন বড় মাইলফলক, তেমনই আগামী দিনের জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের অনুপ্রেরণা।’’ প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার উপরও জোর দেন তিনি। সব মিলিয়ে, প্রতিষ্ঠা দিবসের এই ভাষণে অতীতের সমালোচনা, বর্তমানের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য - এই তিনটিকেই সামনে রেখে রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মানিকচকের জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার

মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ গত শনিবার মালদা জেলার মানিকচকের এনায়েতপুর মাঠে পুরাতন মালদার নারায়ণপুর থেকে হেলিকপ্টারে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকচকের তৃণমূল প্রার্থী কবিতা মণ্ডলের সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন। এ দিন মানিকচকের এনায়েতপুর মাঠে আয়োজিত জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করেন মমতা। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২০২৬ সালে দিল্লিতে বিজেপির সরকারের পতন হবে। যদি একটু চিনে থাকি, তা হলে অবশ্যই পতন হবে। আমরা দিল্লিকে ' টার্গেট করছি। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আচমকা পতন হবে! অপেক্ষা করো। যতই করো হামলা, যতই করো চক্রান্ত, তোমরা হবে ব্যর্থ।মানিকচকের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, এসআইআর নিয়ে অশান্তির মধ্যে যাবেন না। অশান্তি পাকিয়ে অনেকে পালিয়ে যাবে আর গ্রামের নিরীহদের গ্রেফতার করা হবে। এলাকা থেকে ৩০ থেকে ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্দোষ লোকেদের কেন গ্রেফতার করছ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় কথা বললে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে মারে। রাজস্থানে মালদার ছেলেকে খুন করা হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না। ট্রেনের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। বাস আটকে দেওয়া হচ্ছে। মানিকচকের এনায়েতপুরের মাঠে নির্বাচনী সভার পরে মঞ্চে জনজাতিদের নিয়ে নাচে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈধ ভোটারের নাম কাটার অভিযোগ বিমান বসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ অনেক বৈধ ভোটারের নাম কাটা হয়েছে। অনেকে বলেন, মুসলমানের ভোটারদের নাম কাটা হয়েছে। কিন্তু শুধু মুসলমান ভোটার নয়, মুসলমান ভোটারের পাশাপাশি অনেক হিন্দু ভোটারদেরও নাম কাটা হয়েছে। শনিবার এই অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যা করছে অন্যায় কাজ করছে। মোথাবাড়ি ও কালিয়াচকের ঘটনায় সংঘেরহে রাজ্য গাচ্ছে। আরএসএস ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছে।পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বামফ্রন্টের ইস্তেহার প্রকাশ করে তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, বামপন্থীরা বিকল্প ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, নারীদের ক্ষমতায়নের কথাও এতে বলা হয়েছে।

প্রবীণ চিকিৎসক মণিকুমার ছেত্রী প্রয়াত, শোকাহত চিকিৎসক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ প্রয়াত প্রবীণ চিকিৎসক মণিকুমার ছেত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর। রবিবার বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে প্রবাদ প্রতিম এই চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। মণিকুমার ছেত্রীর প্রয়াণে চিকিৎসক মহল শোকাহত। মণিকুমারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম।১৯২০ সালের ২৩ মে দার্জিলিঙে মণিকুমারের জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস, এমডি ও এমআরসিপি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।তাঁর মেধা, ক্লিনিক্যাল প্রজ্ঞা ও মানবিক বোধ তাঁকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এক সময় তিনি প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী পান। চিকিৎসক মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। ক্রাইম ঘোষণা সংক্রান্ত সংবাদগুলো স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

হিন্দুত্ব হলো ভারতীয়ত্ব ও জাতীয়তাবাদ ঃ নীতিন গড়করি

নাগপুর(সংবাদ সংস্থা), ৬ এপ্রিল ঃ হিন্দুত্ব হলো ভারতীয়ত্ব ও জাতীয়তাবাদ, সোমবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নীতিন গড়করি। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুত্বকে জীবনধারা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আর তাই, এটি ব্যাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির অর্থ হলো সকল ধর্ম এবং সকল ধারণাকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত-সরকারকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। রাজাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে, সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। কিন্তু একজন ব্যক্তি কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। যদি এটা সত্যি হতো, তাহলে রাজীব গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তাঁদের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডাকা হতো না। প্রশ্ন ওঠে,ব্রাহ্মণদের কেন ডাকা হয়েছিল, কেন তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল, যখন তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন? কারণ ধর্ম তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করতে হবে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদই হলো ভারতীয়ত্ব।নীতিন গড়করি আরও বলেন, আমাদের প্রয়াত দত্তোপন্ত থেঙ্গাড়ি বলতেন, প্রত্যেক রাজনীতিবিদই তাদের পরবর্তী নির্বাচনের কথা ভাবেন। এখানকার কিছু রাজনীতিবিদ শুধু নির্বাচনই দেখেন। আমরা সমাজকে বদলাতে এসেছি। আমরা দেশকে বদলাতে এসেছি এবং যদি সততার সাথে কাজ করা হয়, তাহলে সুযোগ চাওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। জনগণ আপনার সঙ্গে থাকবে, জনগণ আপনাকে সমর্থন করবে, আর তাই, বিগত ৪০ বছরে আমাদের কাজ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। কিন্তু আরও কাজ বাকি আছে। আমাদের অবশ্যই দরিদ্রদের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আমাদের জন্য অন্ত্যোদয় এবং আমরা এই চেতনা নিয়েই এগিয়ে যাব বলে খবর সূত্র থেকে জানান।

বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজেপি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজেপি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে জানান, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমগ্র দেশের বিজেপি কার্যকর্তাদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। ভারত সর্বোপরি-এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দল সর্বদা সমাজসেবার ক্ষেত্রে অগ্রভাগে অবস্থান করেছে। আমাদের কার্যকর্তারা তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা, অটল নিষ্ঠা এবং সুশাসনের প্রতি গভীর আবেগের জন্য সুপরিচিত। তাঁরা তৃণমূল স্তরে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ আমাদের আদর্শ ও কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। আমরা সেই অগণিত কার্যকর্তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যাঁদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের ফলেই বিগত কয়েক দশক ধরে দলের এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, বিজেপি এমন একটি দল, যা মানুষের কল্যাণকে নিজেস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজেপি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সম্মিলিত সংকল্পই যেন এই স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভারতকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন শিখরে পৌঁছে দেয় বলে জানান তিনি।

রাশিফল

মেষঃ আপনি নিজের মধ্যে আবেগের এক অন্যদিক খুঁজে পাবেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সেগুলির মিটমাট হয়ে যাবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য গড়পড়তা কাটবে। যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাগম হবে না, আপনার কোনও ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃ আজ আপনার ভাগ্য ভালো নাও যেতে পারে। দুই ধরনের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে আপনি হয়তো ভেঙে পড়তে পারেন।
মিথুনঃআপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ কাজের দিকেই থাকবে ও সেই কারণে আপনি হয়তো প্রেম জীবনকে উপেক্ষা করবেন আজকে
কর্কট রাশিঃআজ সারাদিন আপনার মাথায় প্রেমের চিন্তাই প্রাধান্য পাবে। প্রিয়তমের আশ্বাস আপনার হৃদয় গলিয়ে দেবে।
সিংহঃ আপনার জন্য একটি শুভ ও অনুকূল দিন অপেক্ষা করছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সব কাজ শেষ করতে পারবেন। বাড়িতে আপনি দরকারি কিছু পরিবর্তন আনতে পারবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কন্যাঃআজকে প্রিয়তমের সঙ্গে অকপট কথোপকথন হবে। অনেক দিন ধরে যে কাজ বাকি রেখেছিলেন, তা শেষ করার জন্য পরিশ্রম করুন। বিবাহের যোগ হবে
তুলাঃ আজকে আপনার প্রিয়তমের চোখে আপনি আরও মনোহর হয়ে উঠবেন। কাজেই আপনার সঙ্গীর গৌণ ক্রটিগুলি উপেক্ষা করুন ও আরো সঙ্গতি ও শান্তি নিশ্চিত করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ অন্তহীন উচ্চাকাঙ্খা ও সীমাহীন শক্তি একটি আদর্শ দিন। পেশার ক্ষেত্রে আপনি কিছু চ্যালেঞ্জ কার্যকলাপ খুঁজবেন।
ধনুঃ আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সত্যিই এক চমকার ও গৌরবোজ্জ্বল দিন হতে চলেছে। আপনি নিজের ভিতরে নতুন এক শক্তি ও অনুপ্রেরণার জোয়ার অনুভব করবেন, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করে তুলবে। সন্তান হতে পারে আজ
কুম্ভঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সন্তান হতে পারেআজ
মীনঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই লোকেদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বিব্রত বোধ করলে লং-ড্রাইভে যান বা হেঁটে আসুন, কেননা এতে আপনার মেজাজ ভালো হয়। আপনি নিজের দক্ষতা বাড়াতে ও ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। ব্যবসায় ভালো যেতে পারে আজকে। শুভ দিন হবে।

ফের মালদাকাণ্ডে নিজেদের সম্পর্ক নেই বলে সভায় দাবি মমতার, তোপ 'মোটাভাই'কে

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা,৬ এপ্রিলঃ মালদার কালিয়াচকে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মীদের গভীর রাত পর্যন্ত আটকে রাখার ঘটনায় প্রবল আলোড়ন পড়েছে। দিন কয়েক আগে একাধিক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখিয়েছে বহু মানুষ। এই সব ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূলের ইন্ধনের অভিযোগ উঠেছে। শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের দায় এড়িয়ে কালিয়াচকের নাম না করে ঘটনায় কংগ্রেস ও মিমের দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'জাজেদের কাছে নিজেরা যাবেন না। ঘটো দল এসে জাজেদের ঘেরাও করে পালিয়ে গেল। মাঝখান থেকে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। এনআইএ-র নামে করে ৪০-৫০ জনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।' রীতিমত হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'প্রতিবাদও করা যাবে না। প্রতিরোধও করা যাবে না। কমিশনের সামনে ডেপুটেশন দিতে পারবে না। সব কণ্ঠরোধ করেছে। মানুষের কণ্ঠরোধ করা যায় না। ভোটাধিকার সংবিধানের অধিকার।এসআইআর প্রক্রিয়ায় কর্মরতদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, আপনাদেরও কাজ করতে হবে। সমবেত শ্রোতাদের বলেন, যাঁদের নাম তালিকায় ওঠেনি ট্রাইবুনালে নাম পাঠানো। দরখাস্ত পাঠাবেন। বাকি আইনজীবী দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। বাচ্চা দা সিনিয়র আইনজীবী। তাঁকে বলেছি। ওদের পরিকল্পনায় নেই, এমন কিছু নেই। এদের মতো নোংরা নেই। ছি-ছি বিজেপি!' তিনি বলেন যে, 'অশান্তির মধ্যে যাবেন না। এলাকা থেকে ৪০ জন ছেলেকে তুলে নেবে। যেটা মালদায় করেছে। যারা দোষ করেছে, তাদের গ্রেফতার করোনি। নির্দোষদের গ্রেফতার করছ কেন? ইডি, সিবিআই, এনআইএ, বিএসএফ, বর্ডার কার হাতে? মোটাভাইয়ের হাতে! তুমি তৃণমূলকে চোর বলো। বর্ডার থেকে টাকা কোথায় যায় মোটাভাই? তুমি তখন মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে বসে থাকো!' 'বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী। তোমরা কারা? ভোটের সময় আমেরিকা থেকে আসো। অন্য জায়গা থেকে আসো। বুথ দখল করে, গুন্ডামি করো।'

আরামবাগে বিজেপিতে যোগদান স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ৬ এপ্রিল ঃ রবিবার সন্ধ্যারাতে আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগের প্রচার কর্মসূচি ছিল। এদিন প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগের পাশাপাশি পুরাতন বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনেই একটি পথসভা করেন তিনি। সেখানে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুভাষ চন্দ্র দোলুই এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী অলোক ধারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।জানা গেছে, সুভাষ চন্দ্র দোলুই এর আগে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। তবে এবারের নির্বাচনে তিনি সক্রিয়ভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, অলোক ধারা জানান, তিনি পূর্বে বিজেপিতে ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়িক চাপের কারণে কিছু সময়ের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি পুনরায় বিজেপিতে ফিরলেন।এই যোগদান প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। পরিবর্তনের হাওয়া স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে।অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের প্রার্থী মিতা বাগ দাবি করেন, যারা যোগদান করেছেন তারা কখনওই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন না। পুরোটা একটি নাটক।

দেশ সর্বপোরি, এটাই বিজেপির মূল মন্ত্র ঃঅমিত শাহ

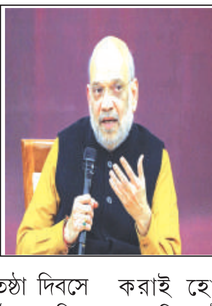

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ এপ্রিল ঃবিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় কর্মীদের শুভকামনা জানালেন বর্ষীয়ান নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, দেশ সর্বোপরি, এটাই বিজেপির মূল মন্ত্র। সোমবার সকালে অমিত শাহ সামাজিক মাধ্যমে জানান, বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিজেপি এমন একটি দল, যা 'জাতীয় স্বার্থই সর্বোপরি'-এই সংকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শিক অনুপ্রেরণায় গঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল দেশ গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত এক পবিত্র অঙ্গীকার। সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষের উত্তরণের মূল আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজেপি-পরিবারের নেতৃত্বে-' সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'-এই মন্ত্রকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। গণতন্ত্রের শিকড়কে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি, বিজেপি দেশকে তোষণ-রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করতে এবং সুশাসন ও স্বচ্ছতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে নিরলস কাজ করে চলেছে। এখন বিজেপি আর কেবল একটি রাজনৈতিক দল নয় বরং এটি ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।অমিত শাহ আরও জানান, দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করাই হোক, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করাই হোক, উন্নয়নের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করাই হোক, কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই হোক-এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি সফলভাবে পূরণ করার মাধ্যমেই বিজেপি নিজেস্ব দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ দিয়েছে। বিজেপির মূল মন্ত্র সর্বদা অত্যন্ত স্পষ্ট: 'দেশ সবার আগে, দল তারপর, আর আমি সবার শেষে।' এই মৌলিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই, বিজেপির প্রতিটি কর্মী দিন-রাত এক করে দেশসেবায় নিয়োজিত থাকেন। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি সেই সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁরা-ঠিক ঋষি দধীচির মতোই-জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার সেই মহান ' যজ্ঞে'(ত্যাগময় সাধনায়) নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন আর এভাবেই বিজেপিকে একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত করার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

দেশে এলপিজি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, জানালেন সুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ এপ্রিল ঃদেশে এলপিজি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, এমনটাই জানালেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা। সোমবার আন্তঃ-মন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের কারণে গত ৩৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, সরকার অতিরিক্ত কার্গো নিশ্চিত করার মাধ্যমে এলপিজি-র পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা বজায় রেখেছে। বর্তমানে কঠোর নজরদারি চলছে কালোবাজারি ও মজুতদারি রোধে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা সরেজমিনে পরিদর্শন চালাচ্ছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় করছেন। কোনও এলপিজি পরিবেশকই সরবরাহে ঘাটতির অভিযোগ করেননি প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং গত পাঁচ সপ্তাহে ১৮ কোটি পরিবারের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এলপিজি বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার রেকর্ড ৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে এবং বর্তমানে ৯০ শতাংশ ডেলিভারির ক্ষেত্রেই ওটিপি যাচাইকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পরিবেশকরা রবিবারও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রণয় বর্মার, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

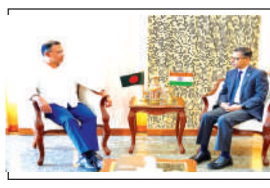

ঢাকা, ৬ এপ্রিল ঃবাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা দুই দেশের জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনকেন্দ্রিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করেছেন।হাই কমিশনার পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তিতে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য ভারতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে বিকশিত ভারতের অঙ্গীকার নিতিনের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে বিকশিত ভারত-এর অঙ্গীকার করলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সকল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জনসংঘের যুগ থেকে শুরু করে এখন বিশ্বের বৃহত্তম দলে পরিণত হওয়ার এই যাত্রা-তা হলো অগণিত কর্মীর ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং আত্মোৎসর্গের এক গৌরবগাথা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যে 'অন্ত্যোদয়'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে স্বপ্নকে পাথেয় করে আমরা আমাদের পথচলা শুরু করেছিলাম-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এখন তা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আসুন, আমরা পুনরায় আমাদের 'রাষ্ট্রই সর্বোপরি' সংকল্পটি নবায়ন করি এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করি জানি।

চণ্ডীগড়ে স্কুল ও সরকারি অফিস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, ছড়ালো চাঞ্চল্য

চণ্ডীগড, ৬ এপ্রিল ঃ স্কুল এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি চণ্ডীগড়ে। এর ফলে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, ইমেলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইমেলটি প্রকাশ্যে আসার পর সোমবার চণ্ডীগড়ের কিছু অংশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরজুড়ে অ্যালার্ট জারি করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ইমেলটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ একাধিক প্রাপকের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এতে দাবি করা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটবে। পুলিশ জানিয়েছে, হুমকি ইমেল পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে তল্লাশি চালানো

প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সীমা অতিক্রম করছেন, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া কুণালের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনায় সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার কোচবিহারের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর বাংলায় বক্তব্য প্রসঙ্গে সোমবার কুণাল ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন।এদিন নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃভাষায় কথা বলতে জানেন না। তিনি যদি হিন্দিতেই ভাষণ দিতে না পারেন, তাহলে তাঁর কথার কোনও গুরুত্বই থাকে না। তিনি বাংলাকে অপমান করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে পুরোপুরি অপমান করেছেন। এটা ঠিক নয়। তিনি সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন।

কমরেড বাউল চন্দ্র দে-র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া,৬এপ্রিলঃ বাঁকুড়া জেলার প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বাউল চন্দ্র দে-র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নিজ বাসভবনে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার বামফ্রন্টের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তাঁর পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য মানুষ উপস্থিত থেকে প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে সকল থেকেই বিভিন্ন গুণীজনের উপস্থিতিতে পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত সকলের বক্তব্যে উঠে আসে তাঁর আদর্শ, সংগ্রাম ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা।সবার মুখে মুখে একটাই কথা শোনা যায়-কমরেড বাউল চন্দ্র দে সাম্যবাদের আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকবে না, জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটবে এবং প্রত্যেক মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পাবে।তাঁর চিন্তা, আদর্শ ও সমাজগঠনের স্বপ্ন আজও আমাদের পথ দেখায়। তাই বলা যায়- তিনি আমাদের সবার হৃদয়ে ও আমাদের মাঝে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

বজ্রবিদ্যুৎ ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা, হিমাচলে কমলা সতর্কতায় উদ্বেগ বাড়ছে

শিমলা, ৬ এপ্রিলঃপাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন আবারও নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সক্রিয় প্রভাবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক উচ্চভূমি তুষারের চাদরে ঢেকে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টিপাতও হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবহাওয়া দফতর আরও সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে, আজ ৭ ও ৮ এপ্রিল রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। শুধু বৃষ্টি নয়, শিলাবৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশেষ করে চম্বা, কাংড়া, কুল্লু, মান্ডি এবং শিমলা-এই পাঁচটি জেলায় মঙ্গলবার ও বুধবার আবহাওয়া বিরূপ রূপ দেখা যেতে পারে। এই সময় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি হতে পারে, যা ফসল ও সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত, পর্যটন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম ভারতের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন আসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরও একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয় হতে পারে, যার প্রভাব হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়াতেও পড়বে। এর ফলে আরও কয়েকদিন ধরে বজায় থাকবে। ফলে বৃষ্টিপাতের এই ধারা ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চলতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার মতো সমস্যার সম্ভাবনা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং পর্যটকদেরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের আবহাওয়া পরিবর্তন মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে এই ঝঞ্ঝা সক্রিয় হলে পাহাড়ি অঞ্চলে হঠাৎ করেই তাপমাত্রা হ্রাস, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের মতো ঘটনা ঘটে। এতে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে, অন্যদিকে হঠাৎ আবহাওয়া বদলের কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যাও তৈরি হয়।কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিলাবৃষ্টি হলে ফল ও সবজির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কৃষকদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।সব মিলিয়ে হিমাচল প্রদেশে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যে বেশ অস্থির থাকবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। এখন দেখার, প্রকৃতির এই রূপ কতটা প্রভাব ফেলে এবং প্রশাসন সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে কতটা প্রস্তুত থাকে।

মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হাওড়ায় সিপিএম-তৃণমূলের বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে বচসা। আর তা থেকে সোমবার তুমুল উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার ওল্ড কালেক্টরেট ভবনের কাছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ময়দানে নামানো হয় র‍্যাফ। এ দিন দুপুরে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে মিছিল করে এগিয়ে আসেন সিপিএম-এর কর্মীরা। অন্যদিকে তৃণমূলেরও একটি মিছিল আসে। দু'টি দলই ওল্ড কালেক্টরেট ভবনের কাছাকাছি এলাকায় মিছিল দু'টি মুখোমুখি হতেই দু'পক্ষ স্লোগান দিতে শুরু করে।অভিযোগ, সিপিএমের কর্মীরা ' চোর চোর' বলে চিৎকার করতে থাকেন। আওয়াজ ওঠে 'তৃণমূল দূর হটো'। পাল্টা ' জয় বাংলা' স্লোগান তোলেন তৃণমূলের সমর্থকরা। তৃণমূলের অভিযোগ, তাঁরা ডোমজুড় থেকে প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিতে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অথচ সিপিএমের লোকেরা ঢুকে যায় বলে অভিযোগ। পাল্টা সিপিএমের দাবি, তাঁদের পাঁচ জন প্রতিনিধিই ভিতরে গেছিলেন। প্রশাসনের লোকেরা ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে বাকিরা ভিতরে ঢোকেন।

আবহাওয়া

বৃষ্টি হতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নামল তাপমাত্রার পারদ। ভ্যাপসা গরম উধাও হয়ে ফিরেছে স্বস্তি। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। মঙ্গলবার ও বুধবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। এর ফলে গরম কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়বে। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। বুধবার ঝড় হতে পারে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জেলাতে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ সর্বোচ্চ হতে পারে ৯৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৫টা ৫৭মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫২ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। সূর্যাস্তঃ সকাল ৫টা ৪৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৩মিনিটে হতে পারে।

জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি

হাওড়া সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। এদিন উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন গৌতম চৌধুরী। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন অরূপ রায়। বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন কৈলাশ মিশ্র। এদিন হাওড়ার ডোমজড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাপস মাইতি। দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন নন্দিতা চৌধুরী। হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। এছাড়াও জগবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুবীর চ্যাটার্জি এবং সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পিয়া পাল এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখে তিনি গাড়ি থেকে নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব হয়ে কড়া সমালোচনা করতে শোনা যায় তাঁকে।

বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বকে কেন্দ্র করে সোমবার হাও।ায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সকাল থেকে জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় মনোনয়ন জমা দেওয়াকে ঘিরে চাপানউতোরের ছবি সামনে এলেও

হাওড়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয়ে তা ধীরে ধীরে হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার ফলে গোটা এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ বা।ছে। ঘটনাস্থল সূত্রে জানা যায়, এদিন বাম সমর্থকদের একটি মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছলে পুলিশ তাদের এগোতে বাধা দেয়। সেই সময় থেকেই উত্তেজনার সূত্রপাত। অভিযোগ, মিছিল আটকে দেওয়ার পর বাম কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘ চোর’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের নাম করেও কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাতেই পরিস্থিতি দ্রুত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এদিকে, এই স্লোগান ও মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে তৃণমূল সমর্থকরা এগিয়ে এলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অভিযোগ, বাম কর্মীরা তৃণমূল সমর্থকদের দিকে চা।াও হন এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সেখানে উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর সামনেই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বসে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নেও চাপ তৈরি হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। ডোমজুড়ের প্রার্থী তাপস মাইতির সমর্থক পূর্ণিমা আইচ দাবি করেন, বাম কর্মীরা প্রথমে কটূক্তি ও স্লোগানের মাধ্যমে উস্কানি দেয়। তিনি বলেন, আমাদের চোর বলে স্লোগান দিচ্ছিল। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে ওরা তেড়ে আসে এবং ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন বাঁকা। অঞ্চলের তৃণমূল কর্মী শেখ আব্দুল সালাম। তাঁর কথায়, আমাদের দেখে অকারণে স্লোগান দিতে শুরু করে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নাম নিয়েও অপমানজনক মন্তব্য করা হয়। আমরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে আমাদের উপর চড়াও হয়। তৃণমূলের আরও অভিযোগ, এই সংঘর্ষে তাদের মহিলা সমর্থকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। এই অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছে। মহিলা কর্মীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের বিষয়টি সামনে আসায় রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। অন্যদিকে, বামপন্থী শিবির এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, তারা একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছিল এবং পুলিশ বিনা কারণে তাদের মিছিল আটকে দেয়। সেই সময় তৃণমূল কর্মীরাই উত্তেজনা ছড়ায় বলে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বাম নেতৃত্বের তরফে বিস্তারিত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাওড়া সিটি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মনোনয়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং জেলাশাসকের দপ্তরের ভিতরে কঠোর নিয়ম মেনে কাজ হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, মনোনয়ন কেন্দ্রের ভিতরে পাঁচ জনের বেশি কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং পুরো প্রক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে দপ্তরের বাইরের পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ স্বীকার করেছে যে, কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। যদিও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে।

পর্ণশ্রীতে বিজেপি কার্যালয় ভাঙচুর, ছয় জন গ্রেফতার, রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ রবিবার পর্ণশ্রীর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়। বেহালা পশ্চিমের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে। উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, , তৃণমূলের পক্ষ থেকে কার্যালয়ের হোর্ডিং, ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ অভিযোগ করেছেন, বিজেপি কার্যালয়ের সামনে তৃণমূল কর্মীদের পোস্টার সাঁটাতে দেওয়া হয়নি বলেই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি রবিবার পর্ণশ্রী থানার সামনে প্রতিবাদস্বরূপ ধরনাও দেন। এসময় থানার বাইরে তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা স্লোগান দিতে থাকেন, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগকে খণ্ডন করে বেহালা পশ্চিমের বিদায়ী বিধায়ক একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা জড়িত নয়। নিজেদের মধ্যেই অশান্তি পাকাচ্ছে বিজেপি। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অনুযায়ী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিজেপি নেতা মনোজ হালদার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি পিকলু, বাপি নাগ, মন্টি সিংহ, পুরণ থাপা, ঝুম্পা দাস ও আকাশ থাপার নাম

উল্লেখ করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, রবিবার দুপুর ২ টো নাগাদ অভিযুক্তরা বিজেপি কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে কর্মীদের মারধর করে। এছাড়া একটি ল্যাপটপও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার পর্ণশ্রী থানার পুলিশ তাপস আইচ, কাজল রায়, মন্টি সিংহ, পুরণ গুরুং, আকাশ থাপা ও দেবাশিস নাগকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিজেপি কার্যালয়ের সামনে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নতুন কোনো উত্তেজনা এড়াতে পুলিশ কড়া নজর রাখছে। ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় পুলিশ এবং প্রশাসনের কিছু কর্মকাণ্ডে পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে। যদিও পুলিশ এ বিষয়ে স্পষ্ট জানায়, আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পর্ণশ্রী এলাকায় এই ঘটনা রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এমন ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চাপ বাড়ার কারণে নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। পরিস্থিতি এখনো স্থিতিশীল হলেও রাজনৈতিক দলগুলো এবং সাধারণ মানুষ সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন থাকা বাহিনী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি রোধে কাজ করছে।

একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা উলুবেড়িয়া মহকুমা অফিসে

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,এপ্রিল ঃ সোমবার উলুবেড়িয়া মহকুমা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জাতীয় কংগ্রেসের শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া পূর্ব,ও উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থীগন। উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র আলম দেইয়ান, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্তাজ আলি শা, শ্যামপুর কেন্দ্রে মঞ্জুর আলম। শ্যামপুর থেকে বাস ভর্তি কর্মী সমর্থকরা আসে, এছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেসের কর্মীরা আসে,উলুবেড়িয়ার গরুহাটা মোড় থেকে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসের কাছে আসলে পুলিশ নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী মিছিল আটকে দেয়, এবং প্রার্থী,প্রস্তাবক ও সমর্থককে নিয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা করেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন কংগ্রেসের সভাপতি তথা উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী আলম দেইয়ান। অপরদিকে উদয়নারায়নপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সমীর কুমার পাঁজা তার মনোনয়নপত্র জমা দেয়, সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া সাংসদ সাজদা আহমেদ।

উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা ১৬ এপ্রিল

নিজস্ব সংবাদদাতা,উলুবেড়িয়া, ৬ এপ্রিল ঃ আগামী ১৬ ই এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পাঁচলা নেতাজি সংঘের মাঠে সভার কাজ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বকেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস,উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান,গৌতম রায়,পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক,পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্বের প্রার্থী ঋতব্রত ব্যানার্জী প্রমূখ।

মনোনয়ন জমা দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৫ এপ্রিল ঃ গত ২ রা এপ্রিল থেকে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত। আর সোমবার মিছিল সহযোগে বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস।এদিন বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে পায়ে হেটে পদযাত্রা সহকারে বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে যান তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।এদিন প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক,জয়নগর এক নং ব্লকের তৃনমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর দু নং ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল সহ বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে প্রার্থী বলেন,তৃনমূল সরকারের উন্নয়ন আছে মানুষের কাছে। মানুষের পাশে থেকে সারা বছর কাজ করি আমি। তাই তৃতীয়বারের জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী আমি। মানুষ আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। চতুর্থ বার মুখ্যমন্ত্রী হবেন আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিপুরে মনোনয়ন ঘিরে ফের উত্তেজনা, বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগে চড়ল রাজনৈতিক পারদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতার আলিপুর। সোমবার বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে সৃষ্টি হল নতুন করে বিতর্ক ও উত্তেজনা। অভিযোগ, হাজরা মো।ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর মিছিল আটকে রাখে পুলিশ, যার জেরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর দাবি, তৃণমূল, সিপিএম প্রার্থীরা সবাই মনোনয়ন দিতে পেরেছে। একমাত্র আমাদের আটকে রাখল পুলিশ। হাজরা মোড়ে দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আমাদের। পুলিশ তো তৃণমূলের মতো আচরণ করছে। ওরা কি চায় আমরা ভোট বয়কট করি? মনোনয়নটাই যদি দিতে না দেয়, ভোট হবে কী করে? এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে হাজরা মো।ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থেই ভি। নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ায় কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং চত্বরে এদিন ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চারদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেখানে মনোনয়ন জমা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাশিস কুমার এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। জমায়েত এড়াতে পুলিশ সক্রিয়ভাবে মাইকিং করে এবং যে কোনও দলীয় ভিড় দেখলেই তা

সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও উত্তেজনা এ।ানো যায়নি। ব্যারিকেডের দু'পাশে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা মুখোমুখি অবস্থান নেন এবং শুরু হয় স্লোগান যুদ্ধ। একদিকে ‘ শ্রীরাম’ ধ্বনি, অন্যদিকে ‘ বাংলা’ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। প্রসঙ্গত, এর আগেই ভবানীপুরে মনোনয়ন ঘিরে অশান্তির ঘটনায় চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পর আলিপুরে নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল প্রশাসন। তবুও সোমবার বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। ভোটের আগে এই ধরনের সংঘাত ও অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে ক্রমেই উত্তপ্ত করে তুলছে। প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলেও, মনোনয়ন ঘিরে বারবার উত্তেজনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আলিপুরে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেঃদ্র করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ খুবই সীমিত। বরং সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাকে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ থেকেই রাজনৈতিক মেরুকরণ ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, পাল্টা শাসকদলের প্রতিক্রিয়া, প্রশাসনের ভূমিকা-সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা শুধুমাত্র একটি দিনের উত্তেজনা নয় বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। প্রথমত, এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার মতো একটি সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও এখন আর নিছক নিয়মমাফিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তা রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতির মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করছে। এর ফলে প্রশাসনিক দপ্তরের আশেপাশে স্বাভাবিকভাবেই ভিড়, উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়ছে। আলিপুরের ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়।দ্বিতীয়ত, বিজেপি প্রার্থীর তরফে যে অভিযোগ সামনে এসেছে।

৪১ টি বিদ্যালয়ের ৭০০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে হওয়া আন্তঃস্কুল স্পোর্টস উৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ৬ এপ্রিল ঃ বর্তমান সময়ে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার বিরাট প্রয়োজন আছে। যা হারিয়ে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছ থেকে। আর তাই পড়াশোনা, কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি এবার খেলাধুলার উপর বিশেষ নজর দিলো গোবিন্দপুরের স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কলেজ। আর তাদের উদ্যোগে হয়ে গেল আন্তঃ স্কুল স্পোর্টস উৎসব ২০২৬। স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রাঙ্গণে এক অনন্য উসবের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল এই উপলক্ষে। দঃ২৪ পরগনা ও কলকাতার ৪১টি বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী এই মহোসবে অংশ গ্রহণ করে, যেখানে প্রতিযোগিতার উত্তাপ যেমন ছিল,তেমনি ছিল মিলন ও আনন্দের উচ্ছ্বাস। ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, টেবিল টেনিস, লন টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন, বিভিন্ন আকর্ষণীয় ইভেন্টে প্রতিযোগীরা তাঁদের দক্ষতা ও ক্রীড়াসত্তার পরিচয় তুলে ধরেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিলো শিক্ষকদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, যেখানে শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এই অনন্য উদ্যোগ দর্শকদের কাছে

বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ২৪শে মার্চ এই ক্রীড়া উৎসবের শুভ সূচনা হয় এবং ৫ই এপ্রিল বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। রবিবার সন্ধ্যায় এই সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউটসের অধিকর্তা ডাঃ নন্দন গুপ্ত, সহ-অধিকর্তা পবিত্র গায়েন,নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের স্বামী সন্দীপন মহারাজ,প্রখ্যাত ফুটবলার অলোক মুখার্জি,মেহতাব হোসেন, দীপংকর রায়, রঞ্জি ক্রিকেটার ইন্দু ভূষণ রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। সমগ্র অয়োজনটি ছিলো একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। আগামী দিনে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার উপর এই ধরনের আয়োজন থাকবে বলে জানালেন এস ভি আই এস টির অধিকর্তা ডাঃ নন্দন গুপ্ত। তিনি এও বলেন, সু ন্দরবন সহ দঃ২৪ পরগনা ও কলকাতার প্রতিভাদের খেলার উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এই কলেজ কাজ করছে। যাতে আগামী দিনে রাজ্য স্তরে তারা তাদের প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারবে। বিখ্যাত খেলোয়াড় মেহেতাব হোসেন বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কলেজ খেলাধূলার মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে যা প্রশংসনীয়।

ভোটের আগে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের জামিন, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এই জামিন মঞ্জুর হওয়ায় সবকিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবার জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন তিনি। এই ঘটনার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে কলকাতা বন্দরের আসনে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘিরে আলোচনা জোরদার হয়েছে। জামিন মঞ্জুর হওয়ার পরই সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান রাকেশ সিং। গাড়িতে বসা অবস্থায় একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, সত্যমেব জয়তে। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা বন্দর তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম-কে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে একাধিক মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, দীর্ঘ ১৬৩ দিনের লড়াইয়ের পর অবশেষে সত্যের জয় হয়েছে এবং আদালত তাঁদের পক্ষে রায় দিয়েছে। উল্লেখ্য, মৌলালিতে কংগ্রেস দপ্তরে ভাঙচুর এবং রাহুল গান্ধী-র পোস্টারে কালি লেপে দেওয়ার ঘটনায় রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, বিহারে রাহুল গান্ধীর একটি মিছিলকে ঘিরে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদেই কলকাতায় এই হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর থেকে কিছুদিন তিনি অধরা ছিলেন। পরে তদন্তের ভিত্তিতে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ট্যাংরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। একইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর অনুগামীদেরও, এমনকী তাঁর ছেলে শিবম সিংকেও। যদিও পরে জামিন পান শিবম। জামিন পাওয়ার পর রাকেশ সিং তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি নেতা হরিশ দ্বিবেদী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারী-কে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, জেল থেকে বেরিয়ে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে রাজনীতির ময়দানে ফিরবেন। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কলকাতা বন্দরের আসনে বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে। এখনও পর্যন্ত সেই কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি দল। তবে রাকেশ সিংয়ের জামিন পাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, তাঁকেই কি প্রার্থী করা হতে পারে। ভোটের মুখে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একদিকে আইনি লড়াই থেকে বেরিয়ে আসা, অন্যদিকে সম্ভাব্য প্রার্থীপদ-সব মিলিয়ে রাকেশ সিং এখন রাজ্যের রাজনীতিতে অন্যতম আলোচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। ভোটের ঠিক আগে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের জামিন পাওয়া নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে নানা ব্যাখ্যা ও জল্পনা তৈরি হলেও, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এটি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন হিসেবেই দেখা উচিত। প্রথমত, সময়ের দিক থেকে এই জামিন অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের প্রাক্কালে কোনো রাজনৈতিক নেতার আইনি স্বস্তি পাওয়া স্বাভাবিকভাবেই দলের জন্য মনোবল বা।ানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজেপির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। রাকেশ সিংয়ের মুক্তি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করতে পারে এবং নির্বাচনী প্রচারে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী শিবির যেখানে এই জামিনকে প্রশ্নের মুখে তুলতে চাইছে, সেখানে বিজেপি শিবির এটিকে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল বলেই তুলে ধরছে। এই দ্বিমুখী ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে, রাজনীতিতে প্রতিটি ঘটনাই কেবল প্রশাসনিক বা আইনি নয়, বরং তা রাজনৈতিক বয়ানের অংশ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, এই জামিনের ঘটনা আবারও আইনি প্রক্রিয়া এবং রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সামনে নিয়ে এসেছে।

মহাত্মা গান্ধী স্টেশনে ঝাঁপ, ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবায় ব্যাঘাত, সপ্তাহের শুরুতেই যাত্রী দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতার ব্লু লাইন মেট্রোতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সোমবার বেলা সা।ে ১১টা নাগাদ মহাত্মা গান্ধী মেট্রো স্টেশন-এ টালিগঞ্জগামী লাইনে এক ব্যক্তি মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ব্লু লাইন মেট্রো পরিষেবায় সাময়িক ব্যাঘাত ঘটে এবং আপ-ডাউন দুই দিকেই ট্রেন চলাচল আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, টালিগঞ্জমুখী একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময়ই আচমকা ওই ব্যক্তি লাইনে ঝাঁপ দেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে চালক দ্রুত ব্রেক কষে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু সময়ের জন্য পুরো লাইনে পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়, যার ফলে অফিস টাইমে যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। সোমবার হওয়ায় বেলা বা।ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের চাপ স্বাভাবিকভাবেই বেশি ছিল। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ স্টেশনে আটকে পড়েন। অনেকেই বিকল্প পরিবহনের খোঁজে হন্যে হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ দ্রুত আংশিক পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়, ফলে কিছুটা হলেও যাত্রীদের দুর্ভোগ কমে। উদ্ধার হওয়া ওই ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। পরে বেলা ১২টার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ব্লু লাইন মেট্রোতে এই ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে, যা যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিষেবার ধারাবাহিকতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করছে।

ক্যানিং এ প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা, পাশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা ,ক্যানিং, ৬ এপ্রিল ঃ চলছে বিধানসভার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ।সোমবার মিছিল সহকারে ক্যানিং মহকুমাশাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অসীম সাফুই,ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত বায়েন,বাসন্তী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার ও গোসাবার

বিজেপির প্রার্থী বিকর্ণ নস্কর।এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর সহ বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। এদিন কেনন্রীয় শিক্ষা প্রতি মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন,রাজ্যে এবার পরিবর্তন হবেই। তৃনমূল সরকারের পতন অনিবার্য। আর দঃ২৪ পরগনায় ও ভালো ফল করবে বিজেপি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ চৈত্র, ১৪৩২

আয়ুর্বেদ চর্চায় সাধনা ঔষধালয়

সাধনা ঔষধালয় নামটি শুনলে কেবল একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের অবয়ব নয়, বরং গেন্ডারিয়ার এক ঘিঞ্জি গলিতে মিশে থাকা এক শতাব্দী পুরোনো ঐতিহ্যের ঘ্রাণ নাকে লাগে। এই নামটির সমান্তরালে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই যোগেশচন্দ্র ঘোষকে কেবল একজন আয়ুর্বেদ বিশারদ বললে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি ছিলেন এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি ল্যাবরেটরির শুষ্ক রসায়ন আর বাংলার মাটির ভেষজ গুণাগুণকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন। তাঁর জীবন পাঠ করলে বোঝা যায়, এটি কেবল বাণিজ্যিক সাফল্যের গল্প নয়, বরং এক মহৎ মানবের আত্মমানবতার তরে বিলীন হওয়ার গল্প। যোগেশচন্দ্রের জীবনের ছয়টি দশক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল তিলতিল করে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে তোলার সাধনা। সমকালীন শিক্ষিত সমাজ যখন ব্রিটিশ রাজের অধীনে নিরাপদ কেরানিগিরি বা প্রশাসনিক চাকরিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজছিল, যোগেশচন্দ্র তখন ঝুঁকি নিয়েছিলেন দেশীয় শিল্প নিয়ে। টাকার মোহ তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি;এই দাবিটি কোনো ক্লিশে অলঙ্কার নয়, বরং তাঁর জীবনযাত্রার প্রতিফলন। কথিত আছে, কোনো অসহায় মানুষ তাঁর দুয়ার থেকে রিক্তহস্তে ফিরেছেন এমন ঘটনার সাক্ষী হয়তো ইতিহাসও দিতে পারবে না। আইনি লড়াইয়ে পিষ্ট গরিব কিংবা অর্থাভাবে বিয়ে দিতে না পারা কন্যার পিতার কাছে তিনি ছিলেন এক অদৃশ্য দেবদূত। তাঁর দুই হাত যেন ছিল কেবলই উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ১৮৮৭ সালে শরীয়তপুরের গোসাইরহাট গ্রামে জন্ম নেওয়া এই মানুষটির শিক্ষাজীবন অবিশ্বাস্যভাবে আলোকিত। ১৯০২ সালে এন্ট্রান্স থেকে শুরু করে ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এমএ সম্পন্ন করা পর্যন্ত তাঁর অধ্যায়টা ছিল মেধাবী এক ছাত্র হিসাবে। তবে তাঁর আসল গুণ ফুটে ওঠে তাঁর কর্মজীবনে। জগন্নাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল অনন্য। একই সাথে লন্ডন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ ইঙ্গিত দেয় যে, তাঁর মেধা কেবল দেশীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছিল বিশ্বজনীন। ১৯১৪ সালে যখন তিনি সাধনা ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেটি শুধুমাত্র একটি কারখানা ছিল না। বরং সেটি ছিল আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রাচীন আয়ুর্বেদের এক চমৎকার মেলবন্ধন। 'অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা' বা 'আরোগ্যের পথ'-এর মতো তাঁর লেখা বইগুলো কেবল তথ্যবহুল নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর গভীর দায়বদ্ধতার দলিল। তিনি আয়ুর্বেদকে যে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন, তা সম্ভবত তৎকালীন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল। একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে, চারদিকে যখন মৃত্যুর বিভীষিকা, ৮৪ বছর বয়সী এই অশীতিপর বৃদ্ধ নিজের আজীবনের সাধনার স্থান ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হননি। গেন্ডারিয়ার আকাশ সেদিন সম্ভবত থমকে গিয়েছিল, যখন পাকিস্তানি সেনাদের বুলেটে নিজের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের সামনেই লুটিয়ে পড়েন।

সংগ্রামী অনুভা সেন

ইতিহাসের ধুলোমাখা পাতায় অনুভা সেন নামটি আজ প্রায় বিস্মৃত। বড় বড় অক্ষরে লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাশে এই মেয়েটির আত্মত্যাগের গল্পগুলো যেন কেবল কোনো অখ্যাত পাদটীকা হয়ে রয়ে গেছে। আদতে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি বড় অংশ পরিচালিত হয়েছিল আড়ালে থেকে গোপনে, যেখানে বিপ্লবীর চেয়েও বড় ছিল জীবন বাজি রাখা চাতুর্য। অনুভা সেন ছিলেন সেই ছায়া জগতের এক অতন্দ্র প্রহরী। বরিশালের নিভৃত পল্লী থেকে উঠে আসা এই মেয়েটির বৈপ্লবিক যাত্রা মোটেও আকস্মিক ছিল না। ১৯৪১ সালের সেই উত্তাল সময়ে মুসলিম লীগ থেকে শুরু করে ফরোয়ার্ড ব্লক বা কমিউনিস্ট পার্টির মতো আদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর দলগুলো যখন 'আন্ডারগ্রাউন্ড সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন' গঠন করে, তখন থেকেই এই ব্রিটিশ-বিরোধী ছদ্মযুদ্ধের নীল নকশা তৈরি হতে থাকে। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল, অনুভার যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল পাবনার চলনবিল আর রাজশাহীর শিরোইলের গহীন অরণ্যে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো দুর্ধর্ষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ নেওয়া একজন নারীর পক্ষে কতটা দুঃসাহসিক ছিল, তা আধুনিক বিচারে কল্পনা করাও কঠিন। অনুভার রণকৌশল ছিল নিখুঁত। তিনি ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে (WIRIN) যোগ দিয়েছিলেন কেবল একজন নার্স বা অফিস কর্মী হিসেবে নয়, বরং ব্রিটিশদের চোখের ওপর বসে তাদেরই গোপন খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের মতো বিপ্লবীদের সাথে তার এই আত্মঘাতী মিশনে তিনি এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, ব্রিটিশ নৌ-গোয়েন্দারা দীর্ঘদিন তার টিকিটিরও নাগাদ পায়নি। শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হস্তক্ষেপে এবং এক সহযোদ্ধার সামান্য অসতর্কতায় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে ধরা পড়েন তিনি। স্পাই বা গোয়েন্দাদের জীবন বড়ই অদ্ভুত। তারা ধরা পড়লে কোনো রাষ্ট্র বা সংগঠন তাদের দায় নিতে চায় না;অনুভার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার ওপর যে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তা কেবল শারীরিক নয়, বরং ছিল একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আস্ফালন। ১৯৪৪ সালের ৩১ মার্চ যখন তাকে এবং ঊর্মিলাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানো হয়, তখন হয়তো তারা জানতেন না যে তাদের এই রক্ত বৃথা যাবে না। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বন্দরে যে নৌ-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার সলতে পাকানো হয়েছিল অনুভাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই। ইতিহাসের মূল ধারায় অনুভা সেনের নাম অনুপস্থিত থাকাটা সম্ভবত আমাদের জাতীয় দৈন্য। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফাইলে হয়তো আজও তার বীরত্বের রেকর্ডে ধুলো জমেছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি । তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শ্মশানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই শশ্মানচারিনী মাতার শক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। শশ্মানচারিনী মাতা বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষ্যাপাকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি তো আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষ্যাপা তা পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি।

বোম্বাইয়ের চ্যাপেকার ব্রাদার্সের মতো বাংলার সেন পরিবারের তিন সন্তান দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে দীক্ষিত

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বাংলার সেন পরিবারের তিন সন্তান দেশকে স্বাধীনতা করার জন্য বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের চ্যাপেকার ব্রাদার্সের মতো বাংলার এই সেন পরিবারের তিন সন্তান দেশকে ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে। সুশীল সেনকে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য অরবিন্দ পছন্দ করলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে ক্ষুদিরামের পরিবর্তে তাঁকে মজফফরপুরে পাঠানো হয়।)

সুশীল সেন ঃ পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন। বাসস্থান ঃ সিলেট বানিয়াচং। জন্ম ঃ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে শিলংয়ে। তাঁর পিতা শিলং কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন। তাঁর দুই ভাই হেম চন্দ্র সেন এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন। ১৯০০ সালে সুশীল শিলংয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৯০২ সালে সুশীল মেধাবি ছাত্র হিসাবে ডবল প্রমোশন লাভ করে দাদা বীরেন্দ্র চন্দ্র সেনের ক্লাসের বন্ধু হন। ১৯০৫ সালে সেন পরিবার শিলং ত্যাগ করে নিজেদের ভিটে মাটিতে বালিয়াচং চলে আসেন। কিন্তু সুশীল এবং বীরেন তখন শিলং সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছেন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দুই ভাই সিলেট সরকারি এইচই স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে সাংবাদিক সতীশ সিনহার সঙ্গে পরিচয় হয়। সতীশ সিনহা'ই দুই ভাইকে স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। সুশীল সহ তাঁর দুই দাদা হেমচন্দ্র এবং বীরেন স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হওয়ার সময়ে সিলেটে সুশীল এবং বীরেন একটি দল তৈরি করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধরের নেতৃত্বে। কলকাতার ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন ২০ জুলাই ১৯০৭ সালে। সেখানে ২৭ জানুয়ারি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ২৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে সুশীল বিপিন চন্দ্র পালকে সমর্থন করতে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বিচারপতি কিংসফোর্ড অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ে একজন ইংরেজ পুলিশকে মারা জন্য সুশীলকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে ১৫ বার বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হয়েছিল। ২৭ আগস্ট সুশীলকে ১৫ বার বেত্রাঘাত দেওয়ার সময়ে সুশীল প্রতিটি বেত্রাঘাত দেওয়া সময়ে একবার করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে ছিলেন। ২৪ আগস্ট ১৯০৮ সালে সুশীল সেনকে কলেজ স্কোয়ারে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সময়ে তিনি থাকতেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাসিন্দা মহেন্দ্র নাথ দে'র কাছে। আদালতের ঘটনা সুশীলকে বিপ্লবীদের কাছে বিখ্যাত করে দেয়। ৫৪ নম্বর মেছুয়া বাজার স্ট্রিটে প্রভাস চন্দ্র দে'র কাছে যাতায়াত করতে শুরু করেন। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতা দেবব্রত বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপরে মানিকতলা গার্ডেনে যেতে শুরু করেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পরিবারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ১২৮/১/১, কেরানিবাগান লেন, বহুবাজারে কাছে ভাই বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসবাস করেন। এই স্থানটি ছিল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিপরীত দিকে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ ছিল। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য সুশীল সেনকে পচ্ছন্দ করেছিলেন অরবিন্দ। সুশীল সেন এবং প্রফুল্ল চাকি দু'বার গিয়ে ছিলেন মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গতিবিধি ওপরে নজর রাখার জন্য। কিন্তু পিতা মৃত্যুশয্যার সংবাদ শুনে সুশীল পিতার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়া তাঁর হল না। তাঁর পরিবর্তে ক্ষুদিরাম গেলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। কলকাতা জড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। ১ মে কলকাতার মুরারি পুকুর থেকে বের হয়ে চাঁদপুর মেল ধরে সিলেটের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন সুশীল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে কিংসফোর্ড হত্যা ব্যর্থ হয়েছে। ১৪ মে, ১৯০৮ সালে সুশীলকে গ্রেফতার করা হয় আলিপুর বোমা মামলায়। ৬ মে, ১৯০৯ সালে তাঁর দ্বীপান্তর সাজা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করতে তিনি মুক্তি পান। তারপরে অরবিন্দের কাছে আসল তিনি তাঁকে পড়াশুনা করতে বলেন। ১৯১১ সালে সুশীল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৪ তম স্থান গ্রহণ করেন এবং সারা আসামের দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করেন। তারপরে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কেমেস্ট্রিতে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এরপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকার সময়ে তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলে যুক্ত হন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবী দলে আর যোগ দেবেন না। কিন্তু একবার বিপ্লবী দলে যারা নাম লিখিয়েছেন তার কোনও দিনই চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) দলে না লেখানোর ফলে তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জিকে মারার প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। নদীয়ার প্রাগপুরে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন ৩০ এপ্রিল। তারপরে খালিলপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হন নৌকা করে। ৩ মে, ১৯১৫ সালে পুলিশ তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে ধরতে গুলি বিনিময় হয়। তাতে গুরুতর আহত হয়ে ছিলেন সুশীল। বাঁচার কোনও আশা ছিল না। তিনি সেই মতো নির্দেশ পালন করে তাঁর বন্ধুরা। পুলিশ সুশীলের দেহ পেলেও তাঁর মাথার কোনও অনুসন্ধান করতে পারেনি ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। তারপরে খবর পেয়েছিল। ততদিন ফাইল ধামা চাপা পড়ে যায়।

হেমচন্দ্র সেন ঃ পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন। বাসস্থান ঃ বেনিয়াচং, সিলেট। জন্ম ঃ ১৮৮৬ সালে। তাঁর পিতা শিলং কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন। হেমচন্দ্রের দুই ভাই। বীরেন্দ্রনাথ সেন এবং সুশীল সেন। সেন পরিবারের তিন সন্তানই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিল। স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করে ছিল। হেমচন্দ্র যখন সরকারি আর্ট স্কুলে ছাত্র ছিলেন সেই সময়ে বিপ্লবী গঙ্গারাম তহলকরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। হেমচন্দ্র তাঁর ভাইদের বক্সিং, কুস্তি, ছোরা খেলা থেকে শুরু করে বন্দুক পর্যন্ত চালানো শেখান। ১৪ মে ১৯০৮ সালে বেনিয়াচং থেকে তিন ভাইকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ কিছু অস্ত্র নির্মাণের যন্ত্র উদ্ধার করে। হেমচন্দ্র ছাড়া পান ৬ মে, ১৯০৯ সালে। তিনি এবারে কলকাতায় মুক্ত মনে ঘোরফেরা করতে শুরু করলেও পুলিশ কিন্তু তাঁর ওপরে নজর রেখে চলে। ১০ এপ্রিল ১৯১৬ সালে তাঁকে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন ঃ পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন। জন্মস্থান ঃ বেনিয়াচং, সিলেট। জন্ম ঃ ১৫ এপ্রিল ১৮৯১ সালে। বীরেন্দ্র চন্দ্রের বড় ভাইয়ের নাম হেমচন্দ্র সেন এবং ছোট ভাইয়ের নাম হল সুশীল সেন। ২০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সাল থেকে ২৩ মার্চ ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি বারীন ঘোষের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯০৭ সালে জামালপুর দাঙ্গার পরে বীরেন্দ্র তিনটি বোমা দিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দীকে। ১৯০৮ সালে ইন্দ্রনাথ নন্দী যখন একটি বোমা তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বাড়ি ৩৭ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে তখন সেই বোমাটির বিস্ফোরণ হলে তাঁর বাঁ হাতটা উড়ে গিয়েছিল। ২ মে, ১৯০৮ সালে তিন ভাইকে পুলিশ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই সময়ে অস্ত্র তৈরি করার যন্ত্র উদ্ধার করেছিল তাঁদের বাড়ি থেকে। মামলায় বীরেন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। হাই কোর্টে আবেদন করলে বিচারপতি জেনকিন্স বীরেন এবং সুশীল সহ অন্যজনদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বিচারপতি ক্যানডাফ আসামিদের মুক্তি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তার ফলে তাঁদের মামলা বিচারপতি হ্যারিংটনের এজলাসে পাঠানো হয়। বিচারপতি হ্যারিংটন সাত বছরের দ্বীপান্তরের সাজা দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথকে আর সুশীলকে মুক্তি দেন। ৫ এপ্রিল ১৯১৫ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল বীরেন্দ্রের। কিন্তু তার আগেই তিনি অর্থাৎ ১৯১৪ সালে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৯১৪ সালে তাঁকে বাংলা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং চার বছর ধরে তাঁর ওপরে নজরদারি চলে। পরে মুক্তি পেয়ে তিনি সিলেটে চলে আসেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনে গ্রেফতার হন।

উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে শ্রীবৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ

বুদ্ধদেব মিশ্র

University Officers Association of West Bengal SWBUOA-দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষার নতুন দিশা ও শিক্ষা মহলে মিলনমেলার আয়োজন করা। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে University Officers Association of West Bengal SWBUOA-এর উদ্যোগে কলকাতার বিবেক ভবনে শুরু হল দুই দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও আধিকারিক। সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব আয়োজকদের মতে, এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার নতুন দিশা তৈরি করা। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সংস্থার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ, সংগঠকসুলভ দক্ষতা এবং উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারাই এই বৃহৎ সম্মেলনের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

২৮ ও ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এই

সেমিনার হল। গত সোমবার সকাল ১১টায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এর শুভ সূচনা হয়।

এই সম্মেলনের সফল আয়োজনে WBUOA-র বিভিন্ন ইউনিট, বিশেষত WBUAFS ইউনিটের সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সম্মিলিত পরিকল্পনা, সংগঠক সুলভ দক্ষতা এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এই বৃহৎ সম্মেলন বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আয়োজক মহলের অভিমত।

২৮ ও ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের একত্রিত করে একটি কার্যকর আলোচনা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জ, প্রশাসনিক আধুনিকীকরণ, গবেষণার মানোন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ;এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচনা।

উদ্বোধনী পর্বে বিশিষ্টদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমেল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্স-এর উপাচার্য ড. তীর্থ কুমার দত্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আশুতোষ ঘোষ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. কেশব চন্দ্র ধারা, প্রাক্তন অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, রেজিস্ট্রার পার্থ দাস, ড. জয়ন্ত কিশোর নন্দী সহ একাধিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনিক সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের একত্রিত করে একটি কার্যকর আলোচনা মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জ, প্রশাসনিক কাঠামোর আধুনিকীকরণ, গবেষণার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ;এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচনা গুলি আবর্তিত হচ্ছে।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. তীর্থ কুমার দত্ত গবেষণার মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বাস্তবমুখী ও উদ্ভাবন ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দেন। প্রফেসর চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে, প্রফেসর আশুতোষ ঘোষ শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উচ্চ শিক্ষার মান যাতে অনতর্জাতিক স্তরে তৈরি করা যায় এবং গভেষণার মান যাতে বিশ খ্যাাতি অর্জন করে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সংস্থার সদস্যরা সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং আগামিতেশিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা হবে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

পরশুরামের মতো রাজশেখর সত্যের পুজারি

বিশেষ প্রতিবেদক

রাজশেখ বসু শুধু মাত্র সাহিত্যিক ছিলেন তা নয় পাশাপাশি তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। তাঁর লেখা পড়লে সেই সময়কার মানুষের কথা জানা যায়। তিনি বলিষ্ঠ বাঙালি চরিত্র অঙ্কন করতে খুবই দক্ষ ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সাহিত্যে ভাষা ছিল শক্তিশালী। শক্তি দিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্ট করে গিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য পাঠ যারা করেছেন তারা মানসিক শক্তি লাভ করেছেন এটা সত্যি। সেই কারণে রাজশেখরের নাম সকলেই জানে। তিনি পরশুরামের মতো ছিলেন সত্যের পুজারি বলে এই নামে সাহিত্য লিখতে শুরু করেন।

তিনি সাহিত্য সাধক রাজশেখর বসুর জন্মদিনে আমার নিবেদন। ২. প্রবন্ধ ঃ রাজশেখর বসু রচিত সাহিত্যিকের ব্রত।

এই প্রবন্ধটি রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিচিন্তা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে কাফকা বাস্তব জগতের আড়ালে আর এক জগতের সন্ধান পেয়ে ছিলেন সেই জগতকে ধরা এবং বাস্তব জগতের আড়ালের সেই অদৃশ্য বাস্তব জগতকে ধরাই সাহিত্যিকের কাজ। রাজশেখর বসু প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিকের সেই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

রাজশেখর বসু সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর লেখা আরো একটি প্রবন্ধ পরিপূর্ণ সাহিত্য এ গভীর ভাবে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ থেকেই যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল সাহিত্য বলতে আমাদের দেশে কেবলমাত্র গল্প, কবিতা ও উপন্যাসকে যে বোঝানো হয় সেই ধারণা একদম বেঠিক। কারণ সাহিত্যিক শুধুই কবি, গল্পকার বা ঔপন্যাসিকই হন না তিনি প্রাবন্ধিক ও গবেষকও হতে পারেন। সাহিত্য বলতেও গল্প, কবিতা, উপন্যাসের বাইরে প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধকেও বোঝায়। কেউ যদি সারাজীবন শুধুই প্রবন্ধ ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লেখেন তাহলে তিনিও কিন্তু বড় সাহিত্যিক হিসাবেই গণ্য হবেন।

রাজশেখর বসু লিখেছেন যে আসলে সাহিত্য হল মূলত দুই প্রকার যেমন ভাবাত্মক এবং জ্ঞানাত্মক। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ভাবাত্মক সাহিত্যের মধ্যে যেমন পড়ে তেমনি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়ে জ্ঞানাত্মক সাহিত্যির মধ্যে। তবে ভাবাত্মক সাহিত্যকে রাজশেখরবাবু ললিত সাহিত্য বলেও উল্লেখ করেছেন।

রাজশেখর বসু প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন যে সাহিত্যির স্থুল অর্থ হল একজনের চিন্তা অনেককে জানানো। তিনি লিখছেন যে বিষয় অনুসারে সাহিত্য মূলত তিনশ্রেণীতে বিভক্ত প্রথমত তথ্যমূলক, দ্বিতীয়ত প্রচারমূলক এবং তৃতীয়ত ভাবমূলক বা রস উৎপাদক।

এগুলির মধ্যে তথ্যমূলক সাহিত্য হল বিজ্ঞান, ইতিহাস,জীবনচরিত প্রভৃতি। প্রচার মূলক সাহিত্য হল ধর্ম,সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণী মানে ভাবমূলক বা রসমূলক বা চিত্তবিনোদন মূলক সাহিত্যকর্ম হল গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি। সুতরাং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সাহিত্য মূলত এক বিরাট বিস্তৃত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাজশেখর বসু তাঁর এই প্রবন্ধে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল রচনার প্রকৃতি ও বিষয় অনুসারে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া উচিত। মানে যিনি কবিতা লিখবেন তাঁকে কবি বলা হবে, যিনি গল্প লিখবেন তাঁকে গল্পকার বলা হবে। এখানে পদমর্যাদা অনুযায়ী লেখকের পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাজশেখর বসু এই প্রবন্ধে কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ভাববাদী সাহিত্যের জন্য খুব সুন্দর একটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা হল ললিত সাহিত্য। রাজশেখর বাবুর ভাষায় সাহিত্যিককে হতে হবে নিরপেক্ষ। ললিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে কোন রকম রাজনীতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা মতের প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিষ্ঠা করলে চলবে না। তিনি হয়তো কোন মত নিয়ে আলোচনা করতেই পারেন কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মতের বা অ্যাজেন্ডার হয়ে লিখতে পারেন না। ললিত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক হবেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

এই প্রবন্ধে সাহিত্য জগত সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনার সন্ধান পাই তা হল সাহিত্য জগত হবে মুক্ত। কোন রাজনৈতিক দল মতের আদর্শে সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা লেখকদের প্রতিষ্ঠান তৈরি না হওয়াই ভালো। সাহিত্যিক নিজের লেখনীতে কোন মত, পথের প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু তারপরেও তাঁর রচনা হবে নিরপেক্ষ। তার সাথে রাজনৈতিক দলের ও মতের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হবে সাহিত্য সংগঠনগুলি।

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দেখতে পাই তা হল বর্তমানের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদসঞ্চদেরকেই দায়ি করা যায় না। এই দায়িত্বের অনেকটাই জনগণের মধগ্বেও বর্তায়। জনগণ অনিষ্টকারী বগ্ক্তিদেরকে নির্বাচন করে যার প্রভাব দেশ ও সমাজ ভোগ করে। এই প্রবন্ধের মধগ্বেই তিনি আধুনিক সভগ্বতার ত্রুটিগুলিকে গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন।

ধর্মের প্রকৃত অর্থ যে সমাজহিতকর বিধি এবং ধর্মপালনের অর্থ যে সামাজিক কর্তব্য পালন সেটা এই প্রবন্ধে রাজশেখর বসু তুলে ধরেছেন। আসলে মানবতাবাদ প্রকৃত অর্থে কি তার সাথে সাহিতগ্বের কি সম্পর্ক সেটা রাজশেখর বসুর লেখনীতে উঠে এসেছে। ধর্মবোধ লুপ্ত হয়ে এলে যে সমাজে অন্যায়ের সমস্ত চিহ্ন যে ফুটে ওঠে সেই গভীর চিন্তাভাবনার বিষয়ে রাজশেখর বাবুর লেখনী কথা বলেছে। ধর্মবোধ লুপ্ত হয়ে গেলে ধন পতির তোষণ,গরীবের শোষণ প্রভৃতি বীভৎস ক্ষতচিহ্নগুলি সমাজের বুকে দেখা দিতে থাকে। আর এই বিষয়গুলি প্রভাব ফেলে সাহিত্য জগতেও তা রাজশেখর বসু এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত।

স্বদেশপ্রেমিক সুন্দরীমোহন

শঙ্করলাল কর্মকার

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের উত্তাল সময়ে সিলেটের লাতুতে যখন বারুদের গন্ধ, ঠিক তখনই এক অস্থির পরিবেশে ডা. সুন্দরীমোহন দাসের জন্ম। বিদ্রোহের ভয়ে পলায়ন রত অবস্থায় এক নৌকার খোড়লে জন্ম নেওয়া সেই রুগ্ন শিশুটিই যে পরবর্তীকালে বাংলার চিকিৎসা ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশাল ব্যাক্তিত্ব হয়ে উঠবেন, তা হয়তো সমসাময়িক কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সুন্দরীমোহনের জীবন পাঠ করলে বোঝা যায়, তিনি কেবল একজন চিকিৎসক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, দূরদর্শী শিল্পদ্যোক্তা এবং ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবের নেপথ্য কারিগর।

সুন্দরীমোহনের জন্মলগ্নেই ছিল লড়াইয়ের ছাপ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় বিদ্রোহের বছরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি আজীবন সেই বিপ্লবী চেতনাকে লালন করেছেন। তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায় স্কুল থেকে শুরু করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বৃত্তি পাওয়ার মাধ্যমে। তবে কেবল পাঠ্যবইয়ে তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় হিন্দু মেলার মাধ্যমে তাঁর মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়, তা তাঁকে লাঠিখেলা আর কুস্তিতেও পারদর্শী করে তুলেছিল। সম্ভবত এই শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে আপসহীন থাকতে সাহায্য করেছে।

বিপিন চন্দ্র পাল ও আনন্দচন্দ্র মিত্রের মতো ক্ষুরধার বন্ধুদের সাথে নিয়ে সুন্দরীমোহন ১৮৭৬ সালে যে শপথ নিয়েছিলেন, তা ছিল এক অসাধারণ অঙ্গীকার। সেই যুগে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ ত্যাগ করা, বিদেশী পণ্য বর্জন এবং বিধবা বিবাহের সপক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ছিল রীতিমতো দুঃসাহসিক। এটি কেবল আবেগপ্রসূত কোনো কথা ছিল না; সুন্দরীমোহন আমৃত্যু এই প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। এমনকি বিধবা বিবাহের সপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তাঁকে নিজের পৈতৃক ভিটেমাটি পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছিল। এই ত্যাগই তাঁকে সাধারণ চিকিৎসক দের ভিড় থেকে আলাদা করে দেয়। কলকাতার চিকিৎসা বিভাগে কাজ করার সময় তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। প্লেগ মহামারীর সময় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তিনি ব্রিটিশ মালিকানাধীন চিনি ও লবণের গুদাম ধ্বংস করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯০০ সালে কর্পোরেশনের চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর এক নীরব শক্তিশালী প্রতিবাদ। তাঁর লিখিত 'পৌর দর্পণ' বা 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' বইগুলো suggests বা ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কেবল ড্রয়িংরুমের চর্চা নয়, বরং জন সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

সুন্দরীমোহন বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বরাজ সম্ভব নয়। তাই নিজের ৭৩ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িটিকে কেবল পরিবারের আবাসস্থল নয়, বরং বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় এবং বোমা তৈরির কারখানায় রূপান্তর করেছিলেন। উল্লাসকর দত্তের মতো বিপ্লবীরা সেখানে আশ্রয় পেতেন।

একইসাথে তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ ভারত যেন ওষুধ ও নিত্যপণ্যে স্বাবলম্বী হয়। নিজের ছেলেকে ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়তে আমেরিকায় পাঠানো এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসার পর 'স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ অ্যান্ড মেডিক্যাল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করা; এটা ছিল সুদূরপ্রসারী মাস্টারপ্ল্যান।

পর্যটকদের সাহায্যের জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর রাজ্যের

সিকিম, ৬ এপ্রিল ঃ একটানা বৃষ্টি আর ভূমিধসের জেরে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে প্রায় এক হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন। এর মধ্যে এই রাজ্যের অনেক পর্যটক রয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। মাঙ্গান জেলার পর্যটন কেন্দ্র লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারে আইটিবিপি, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের তরফে সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পর্যটকদের সাহায্যের জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। যেগুলি হল ৯১০৭৯৫৬৭০৫ এবং ৫৫৯২২৮১০০৭।

ভোটের মুখে নাকা তল্লাশিতে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আবহে ফের বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনা ঘটল মালদা জেলায়। সোমবার সকালে হবিবপুর থানার অন্তর্গত বুলবুলচণ্ডী নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নাকা তল্লাশির সময় একটি ছোট গাড়ি থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে চলা এই অভিযানে উদ্ধার হওয়া নগদের কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অবৈধ নগদ লেনদেন রুখতে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নাকা চেকিং জোরদার করা হয়েছে। সেইমতো বুলবুলচণ্ডী এলাকায় অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সোমবার সকালে সুজাপুরের দিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালান কর্তব্যরত আধিকারিকেরা। তখনই গাড়িটি থেকে ওই ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। মালদা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া অর্থের উৎস সম্পর্কে গাড়ির চালক কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। এমনকি ওই বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাওয়ার সপক্ষে কোনও বৈধ কাগজপত্রও তিনি দেখাতে ব্যর্থ হন। এরপরই নিয়ম অনুযায়ী নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় গাড়িটি আটক করা হয়েছে। ওই টাকা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাজ্য জুড়ে নির্বাচনের আগে প্রশাসনের এই কড়াকড়ি ও লাগাতার নগদ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

সালানপুরে ধস ঘিরে আতঙ্ক, পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের সামডি এলাকায় ধসের ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি মন্দিরের সামনে আচমকাই ধস নামে। সময় যত গড়িয়েছে, ধসের পরিধি ততই বেড়েছে, ফলে উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনার জেরে সোমবার সকাল থেকে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সামডি কোলিয়ারির উৎপাদন ও পরিবহন বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, ধসের জায়গার অদূরেই রয়েছে বসতি এলাকা এবং এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে গোটা গ্রামই বিপদের মুখে পড়বে। দ্রুত পুনর্বাসনের দাবিতে তাঁরা সরব হন। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ইসিএল-এর কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি। ধসের ফলে মন্দিরের পাঁচিলের একাংশ ভেঙে পড়েছে এবং আশপাশের মাটিতে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, পাশের খোলামুখ কয়লা খনিতে নিয়মিত ব্লাস্টিংয়ের জেরেই এই ধসের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ে এলাকায় চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং যেকোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মৌসম নূর, আশাবাদী জেতার বিষয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদা জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই আবহেই মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়ে তৃণমূল

কংগ্রেসকে শূন্যে নামানোর হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নূর। সোমবার চাঁচলের পাঞ্চালি মাঠ থেকে বিশাল এক বর্ণাঢ্য মিছিলের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা দিতে যান মালতিপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নূর। কংগ্রেস কর্মী- সমর্থকদের উপস্থিতিতে মিছিলটি পরিণত হয় জনসমুদ্রে। দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে চাঁচলের রাজপথ। পরে চাঁচল মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন মৌসম। মনোনযনের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৌসম নূর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, আমি একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানুষ আমার পাশে আছে। শুধু মালতিপুর নয়, গোটা মালদা জেলায় পরিবর্তন আসবে এবং তৃণমূল শূন্যে পৌঁছে যাবে। তিনি আরও দাবি করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জেলা সভাপতি থাকাকালীন মালদার আটটি আসনে জয় এনে দিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা ও মানুষের সমর্থনকে পুঁজি করেই এবার কংগ্রেসে ফিরে বড় সাফল্য পাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। এদিন তাঁর মনোনয়নকে ঘিরে কংগ্রেস শিবিরে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়। নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস ও বিপুল সমর্থন দেখে তিনি আপ্লুত বলেও জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, মালতিপুরে তাঁর এই আত্মবিশ্বাসী বার্তা নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

শিশুকন্যা-সহ অস্বাভাবিক মৃত্যু যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ এপ্রিল ঃ শিশুকন্যা-সহ অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো এক যুবতীর। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার নানুর থানার থুপসাড়া অঞ্চলের টিকুরী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে নিজের বাড়ি থেকেই ওই যুবতী ও তাঁর শিশুকন্যাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়েরা উদ্ধার করে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় মা-মেয়ের। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বছর আটেকের শিশুকন্যাকে প্রথমে কীটনাশক জাতীয় কিছু খাইয়ে দিয়ে পরে নিজেও খেয়ে নেন বছর পঁচিশের ওই যুবতী। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে দুজনেরই। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

খড়দহে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চক্রবর্তীর মনোনয়ন জমা, উন্নয়নের লক্ষ্যে লড়াইয়ের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়দহ, ৬ এপ্রিল ঃ ১০৯ নম্বর খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক (ড.) কল্যাণ চক্রবর্তী সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। এদিন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে তিনি মনোনয়ন দাখিল করেন এবং পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। নিজের জয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ আশাবাদী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, খড়দহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার পরিবেশ এবং পরিকাঠামোগত উন্নযনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করাই তাঁর অগ্রাধিকার হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একজন কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি কৃষকদের সমস্যার বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবমুখী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন, খড়দহের সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চাইছেন এবং তাঁদের সমর্থনেই তিনি এই নির্বাচনে লড়াই করছেন। এলাকার রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল ও কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উন্নয়নে তিনি গুরুত্ব দেবেন বলে আশ্বাস দেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে বিজেপির স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

‘‘আমরা মুসলমান নই, ঘুষপেটিয়াও নই’’, আমাদের নাম কেন বাদ গেল? প্রশ্ন সংবিধান অলংকরণের চিত্রকর নন্দলাল বসুর নাতির

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ৬ এপ্রিল ঃ ‘‘আমরা মুসলমান নই, ঘুষপেটিয়াও নই’’, আমাদের নাম

কেন বাদ গেল?, প্রশ্ন সংবিধান অলংকরণের চিত্রকর নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেনের। অনেকটাই তির্যক সুরে কথাগুলো বললেন তিনি। সুপ্রবুদ্ধ সেনের বাড়ি শান্তিনিকেতনের তিন নম্বর ওয়ার্ডে। ছেলে থাকেন ব্যাঙ্গালুরু এবং মেয়ে দুর্গাপুরে। সুপ্রবুদ্ধ সেনের পিসেমশাই নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের পিতা ক্ষিতিমোহন সেন। কলাভবনের শিল্পাচার্য মাতামহ নন্দলাল বসু যেমন সংবিধানের কালিগ্রিফিক অলংকরণ করেন। তেমনি দুটি পাতা সুপ্রবুদ্ধ সেনের মা যমুনা সেন অলংকরণ করেন। সে নাম আজও সংবিধানে ছোট্ট করে লেখা আছে, অতীত স্মৃতি হাতড়িয়ে জানালেন অষ্ট আশি বছরের বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী দীপা সেন জানান, অভিমানে উনি একসময় বলেন প্রয়োজনীয় সব নথি নিয়েও যদি বাদ দেয়। তো থাক দরকার নেই ভোট দেওয়ার। কিন্তু ছেলে মেয়ের অনুরোধে আবেদন করি। কিন্তু নাম তো ডিলিট হয়ে গেছে। আমার স্বামীর পিতা তো জন্ম সূত্রে এখানকার বাসিন্দা। বরাবর ভোট দিয়ে এসেছেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর নেন। ১৯৯৫ সাল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন চক্রধর নায়েক। সেও ভোট দিত। তার নামও বাদ। পেনশন আটকে দেবে কিনা চিন্তায় উনি। বিরাশি বছর বয়স্কা দীপা সেন আরও বলেন, আমাদের তো কাগজ আছে। কিন্তু গ্রাম বাংলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় অনেক মানুষের কাগজপত্র কিছু নেই। তাদেরকে তো সহজেই বাদ দিয়ে দেবে। খুব চিন্তা হচ্ছে। প্রথমে বিচারাধীন ছিল ৮৮ বছর বয়সি সুপ্রবুদ্ধ সেন ও ৮২ বছর বয়সি দীপা সেনের নাম । শুনানির সময় তাঁরা যাবতীয় নথি- তথ্য কমিশনের আধিকারিকদের দিয়েছিলেন । জানা গেছে, ১৯৫৪ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর পাঠভবন থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রয়োজনীয় আরও নথি জমা দেওয়া হয়েছিল কমিশনের কাছে । তারপরও সুপ্রবুদ্ধ ও দীপা সেনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর পাঠভবন থেকে ম্যাট্রিক (মাধ্যমিক পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হয়েছেন সুপ্রবুদ্ধ সেন। এখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন । পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে (ডিভিসি) চাকরি পান । ৩২ বছর চাকরির পর ১৯৯৬ সালে অবসর নিয়ে পাকাপাকি শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন । কর্মসূত্রে বাইরে থাকায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না । পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর পর্বের শেষ পর্যায়ে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে । তাতেই প্রথমে নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউকে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে হাজিরা দিয়ে যাবতীয় নথি তাঁরা আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন । পাসপোর্ট-সহ, কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শংসাপত্র, চাকরি জীবনের নথি (ডিভিসি-র পিসিও), পেনশন স্লিপ প্রভৃতি । ভারতীয় সংবিধানে দেশের ঐতিহ্য ও স্থাপত্য ধরে রাখতে নন্দলাল বসু শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, রাম, গৌতম বুদ্ধ, সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নটরাজ, মুঘল দরবার, রাজা বিক্রমাদিত্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, মারাঠা সাম্রাজ্য, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, শিবাজি- এরকম নানা অলঙ্করণ করেছিলেন । নন্দলাল বসুর মেয়ে যমুনা সেন ও গৌরি ভঞ্জ এই অলঙ্করণ তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলেন । এবার সেই প্রখ্যাত শিল্পীর পরিবারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে । এর আগেও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর- এর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল । যা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ।

‘মিশন জিরো স্ক্র্যাপ’-এর লক্ষ্যে ‘স্বচ্ছতা অভিযান’-এর মাধ্যমে পূর্ব রেলের রেকর্ড ৬০০ কোটি টাকা আয়

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ‘মিশন জিরো স্ক্র্যাপ’- এর প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করে, পূর্ব রেল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে স্ক্র্যাপ (বাতিল সরঞ্জাম) নিস্পত্তিতে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে, এই জোন ৬০০.১১ কোটি টাকার বিপুল নন ফেয়ার রাজস্ব তৈরি করেছে, যা সম্পদ ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধিতে এক বিশাল উন্নয়ন ঃ পূর্ব রেল ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং বছরওয়ারি এই প্রবৃদ্ধি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬০০.১১ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রির এই সাফল্য পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের (৫৩৭.৬৫ কোটি টাকা) তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১১.৬২ বৃদ্ধি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের (৪৮৯.৯৩ কোটি টাকা) তুলনায় ২২.৪৯ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, পূর্ব রেল সম্পদ সচল করতে এবং রেল চত্বরকে জঞ্জালমুক্ত ও পরিস্কার রাখতে কৌশলগতভাবে কাজ করে চলেছে। বিভাগ অনুযায়ী নিস্পত্তির প্রধান দিকসমূহঃ **বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরি-** এই ব্যাপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার মেট্রিক টন স্ক্র্যাপ এবং শত শত বাতিল ইউনিট পুনরায় অর্থনীতির মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা হয়েছেঃ বাতিল রেল এবং পি-ওয়ে ফিটিংস- পূর্ব রেল

সাফল্যের সাথে ৪০,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি রেল এবং পি-ওয়ে ফিটিংস নিস্পত্তি করেছে। এছাড়া, ৪,০০,০০০টি পিএসসি স্লিপার সিস্টেম থেকে সরানো হয়েছে। ফেরাস স্ক্র্যাপ (লৌহজাত বর্জ্য)ঃ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির (MRO) সময় জমা হওয়া প্রায় ৬৫,০০০ মেট্রিক টন ফেরাস স্ক্র্যাপ এবং ৪,২০০ মেট্রিক টন নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ বিক্রি করা হয়েছে। রোলিং স্টক লিকুইডেশনঃ পূর্ব রেল ৪১০টি পুরানো কোচ (EMU, ICF এবং DEMU) এবং ৯১০ টি ওয়াগন সরিয়ে সেগুলির জায়গায় আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির কোচ ও ওয়াগন যুক্ত করেছে। পাশাপাশি ১৮টি ডিজেল লোকোমোটিভ এবং ১৯টি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভও নিলাম করা হয়েছে। **পুরনো কাঠামো অপসারণ** - উন্নয়নের জন্য জায়গা তৈরিঃ পূর্ব রেল দশকের পুরনো পরিত্যক্ত কাঠামোগুলি পরিস্কার করার জন্য একটি বিশেষ প্রচার অভিযান চালিয়েছে। এই কাঠামোগুলি কেবল ব্যবহারযোগ্য জায়গা আটকে রেখেছিল তাই নয়, বরং নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি করছিল। মোট ২,০০০-এর বেশি পরিত্যক্ত সিভিল স্ট্রাকচার সরিয়ে রেলের মূল্যবান জমি উদ্ধার করা হয়েছে, যা এখন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। স্থায়িত্বের প্রতি অঙ্গীকারঃ পূর্ব রেলের এই সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সংগৃহীত স্ক্র্যাপের ২৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি যা রেলের নিজস্ব হুইল প্ল্যান্টে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়েছে। (২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যা ছিল ৮৪ কোটি টাকা, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭ কোটি টাকায়)। পূর্ব রেলের প্রধান মুখ্য মেটেরিয়াল ম্যানেজার সন্দীপ শুক্লা জানিয়েছেনঃ স্ক্র্যাপ নিস্পত্তির মাধ্যমে আমরা কেবল গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বই উৎপাদন করছি না, বরং রেলের মূল্যবান জায়গাও উদ্ধার করছি। এটি একটি সবুজ এবং টেকসই বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। পূর্ব রেল তার ইনভেন্টরি অপ্টিমাইজ করতে এবং প্রশাসনিক উৎকর্ষে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা ... রণক্ষেত্র তুফানগঞ্জ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৬ এপ্রিল ঃ গতকাল রাতে কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সেরে ফেরার পথে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তুফানগঞ্জের মারুগঞ্জ ও দেওচড়াই এলাকা। দফায় দফায় হামলা এবং পথ অবরোধে চরম উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার

রাতে। অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর সভা শেষ করে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি কর্মীরা যখন বাসে ও ছোট গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের মারুগঞ্জ এলাকায় তাঁদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। বেশ কিছু গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের হস্তক্ষেপে আটকে পড়া গাড়িগুলো উদ্ধার করা হয়। মারুগঞ্জের রেশ কাটতে না কাটতেই পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেওচড়াই মোড় টোল গেট এলাকা। অভিযোগ সেখানে বিজেপি কর্মীদের গাড়ি লক্ষ্য করে নতুন করে ঢিল ছোঁড়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং পথ অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ চলে এই অবরোধ। পরে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। হামলায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতরা হলেন বিশ্বেশ্বর বর্মন ও গোপাল রাভা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বিজেপির তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ তন্ত্রী। তিনি বলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এদিন সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে মারুগঞ্জ এলাকায় তৃণমূলের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল ছিল। সেই মিছিলকে টার্গেট করে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপি কর্মীদের গাড়ি থামিয়ে মিছিলে হামলার চেষ্টা করেন। বর্তমানে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। এই প্রসঙ্গে বিদায়ী বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন - প্রধানমন্ত্রী সভা শেষে যখন আমি ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম তখন আমার গাড়ির দিকেও তৃণমূল কংগ্রেসের দুস্কৃতীরা তেড়ে আসে লাথি বাস নিয়ে আমি নিচে নামতেই আমাকে মারার চেষ্টা করে। এক অপশাসন চলছে জেলা জুড়ে। যদিও ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়ন ঘিরে শক্তিপ্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে শক্তিপ্রদর্শনে নামল বিজেপি। কৃষ্ণনগর প্রশাসনিক ভবনে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা একযোগে মনোনয়ন জমা দেন। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয়। এদিন কালীগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী বাপন ঘোষ, কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের তারক চ্যাটার্জী, কৃষ্ণনগর দক্ষিণের সাধন ঘোষ, নাকাশিপাড়া কেন্দ্রের শান্তনু দে এবং চাপড়া কেন্দ্রের সৈকত সরকার মনোনয়ন জমা দিতে আসেন। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, প্রথমে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতাদের বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন কর্মীরা। জনসভা শেষে বিশাল মিছিল করে প্রার্থীরা জেলা শাসকের দফতরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করা এই মিছিল গেরুয়া পতাকা, বেলুন ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। কর্মী-সমর্থকদের ঢল সামাল দিতে প্রশাসনকেও যথেষ্ট তপর থাকতে দেখা যায়। তবে মিছিলের ব্যাপকতা এবং যানজটের জেরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায় প্রার্থীদের। বিকেল ৩টার সময়সীমা ঘনিয়ে আসতেই শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। শেষপর্যন্ত তড়িঘড়ি করে দৌড়ে গিয়ে মনোনয়ন জমা দেন প্রার্থীরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি নাকাশিপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লোকসমাগম হয়নি বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। সবমিলিয়ে, কৃষ্ণনগরে বিজেপির এই বৃহৎ শক্তিপ্রদর্শন আসন্ন নির্বাচনের আগে সংগঠনের আত্মবিশ্বাস ও প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি জ্ঞানতি দেবী গুপ্তা ও তাহার স্বামী রাজনাথ গুপ্তা, সাং ১১৯. নং দাস পাড়া রোড, লিলুয়া, হাওড়া। মহেশ প্রসাদ ক্ষেত্রীর উক্ত জমির ওয়ারিশান অনুসায়ী গিরিশ ট্যান্ডন, হরিশ ট্যান্ডন, নিমেশ ট্যান্ডন পাওয়ায় দলিল করে দেন শ্রী রাজেন শেঠকে যাহার দলিল নং IV - ২৬২, সাল - ১৯৯৪। তাহার পর উক্ত জমি বিক্রয় করেন রবিশঙ্কর সিং ও প্রভাতি থাপা দলিল নং ৭১২, সাল - ১৯৯৪ ও দলিল নং ১৬৩১, সাল - ১৯৯৫। তাহার পর উক্ত জমি ক্রয় করেন জ্ঞানতি দেবী গুপ্তা ও রাজনাথ গুপ্তা দলিল নং দলিল নং ১৪২৮ সাল - ১৯৯৮ ও দলিল নং ২৫৬০, সাল - ১৯৯৬। যাহার মৌজা লিলুয়া দাগ নং - ৭১৩। বর্তমানে আমার মক্কেল বালি জগাছা B. L. & L. R. O. অফিসে নিজ নিজ নামে পরচা করিবার জন্যে আবেদন করেছেন যাহার কেস নং - ২৮১২, ২৮১৩ সাল - ২০২৬। কারো কোনো আপত্তি থাকলে প্রমাণ সহ যোগাযোগ করবেন এক মাসের মধ্যে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 06/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Location:- Pakurseni High School, Keshrambha Vidhyasagar Vidyabhaban, Kushbasan High School, Turka H.S High School, Belti High School, Teliya Vidyasagar Vidyamandir, Bagnabarh High School, Karkai Vivekananda Vidyapith, Jashorajpur High School, Mundumari Ushananda Vidyapith. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **08.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **08.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **08.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **08.04.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 09/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Location:- Nandaria S.S. Vidyapith(H.S.), Khasla Indumati High School, Mohisda R N High School, Charka Akbari High School, Dhalhara Paglimata High School, Golar Sushila Vidyapith at Golar. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **08.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **08.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **08.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **08.04.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: “Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Begum Rokeya Smriti Balika Vidyalaya, PS-Bidhannagar (E), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 11.04.2026) **(Ref. Id-20009877).”**
Tender No: NIQ No-02/Q Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **09.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: “Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Chhapna High Madrasha, PS- Technocity, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 11.04.2026) **(Ref. Id -20008134).”**
Tender No: NIQ No-05/Q Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **09.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: “Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Monikhola Vivekananda Vidyapith, PS-Narayanpur, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 12.04.2026) **(Ref. Id- 20008997).”**
Tender No: NIQ No-03/Q Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **09.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: “Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Ramkumar Kamala Vidyapith, PS: Narayanpur, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 12.04.2026) **(Ref. Id-20008983).”**
Tender No: NIQ No-04/Q Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **09.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 07/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Location:- Ramjibanpur Babulal Institution, Mangrul Bisweswar High School, Brambhajharul RC High School, Krishnapur Rahamania High School, Government General Degree College, Deuli Sudhir high School, Bramhan Sasan High School, Atul Moni Polytechnic Boys High School, Bikram H.S School, Inda Girls School, Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **08.04.2026 upto 01.30 P.M**. Last dt. permission: **08.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **08.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **08.04.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 08/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Location:- Shyamchak HS School, Bishnupur Sir Ramkrishna vidyatan H.S, Tilantapata U. M. M High School, Shyamsundarpur Ramkrishna Vidyapith, Adasimla Desapran Vidyapith, Deuli Ramkrishna Vidyapith, Mohar Dinabhandu Kannya Vidyatan, Khairullachak High School, Chandra High School, Joypur ST, SC & BC High School (H.S). Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **08.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **08.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **08.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **08.04.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 05/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Location:- Kashmuli General Govt. Degree College, Radhanagar Renua NKA Sikha Sadan, Garhbeta High School, Garhbeta Collage, Garhbeta, Joykrishnapur Neheru Vidyabhaban, Keshiary High School, Kusumpur High School (H.S.), Narayangarh C.L.U.S Niketan (H.S), Kunarpur High School, Tararui Sri Ramkrishna Vidhyabhaban. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **08.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **08.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **08.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **08.04.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ০১_২০২৬-২৭, তারিখ ০১.০৪.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লিউ/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ** ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন)/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসন/ অন্য ডিভিসনের যে কোনো কর্মস্থলে ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশমতো রেল, সুইচ, ক্রশিং ইত্যাদি সব ধরনের পি.ওয়ে সামগ্রী, টেলর এবং ইআরসি ব্যবহারের প্রয়োজনানুসারে, রোল্টু এবং নাট, বেয়ারিং প্লেট ও অন্যান্য পি. ওয়ে সামগ্রী এবং ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার পার্টসসমূহ যথা কনভেয়ার বেল্ট, কাটার, চেন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টারসমূহ, ভালভসমূহ, সিলিন্ডারসমূহ, ব্যাটারিসমূহ, পাম্পসমূহ, মোটরসমূহ ইত্যাদি যার জন্য ট্রাক প্রয়োজন সেগুলি পরিবহন এবং তৎসহ যান্ত্রিকভাবে বোঝাই, খালাস, স্তূপ করে জমানো যা ৩০ মিটারের লিডের মধ্যে সকল লিড, লিফ্ট একাধিক ট্র্যাকের ক্রশিং সহ করা হবে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,০৫,৮৫,৭৩৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,১১,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-08/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

চাঁদ অভিযানে হট সস! নভশ্চরদের বাঁচাতেই নাসার অভিনব ব্যবস্থা

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর ফের মানুষের চন্দ্রাভিযানের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছে নাসা। তাদের মানববাহী মহাকাশ মিশন আর্তেমিস ২ সফলভাবে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে, আর এই অভিযান ঘিরে বিশ্বজুড়ে উৎসাহ তুঙ্গে। তবে প্রযুক্তি, গবেষণা বা মহাকাশযানের ক্ষমতার পাশাপাশি এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এক অদ্ভুত বিষয়-চন্দ্রযানে রাখা হয়েছে পাঁচ বোতল হট সস!ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা-ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৩টে ৫৪ মিনিট নাগাদ কেনেডি স্পেস সেনন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় আর্তেমিস-২। কমলা-সাদা রঙের বিশাল মহাকাশযানটি চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করবে। যদিও এই মিশনে নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে নামবেন না, তবুও এটি ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই অভিযানে রয়েছেন চারজন নভশ্চর-রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কচ এবং জেরেমি হ্যানসেন। তাঁরা আগামী প্রায় ১০ দিন মহাকাশে থেকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। খাবারের তালিকায় চমক-এই মিশনে নভশ্চরদের জন্য রাখা হয়েছে মোট ১৮৯ ধরনের খাবার। এর মধ্যে রয়েছে ৫৮টি টর্টিলা, ৪৩ কাপ কফি, বারবিকিউ বিফ ব্রিস্কেট, ম্যাকারনি অ্যান্ড চিজ, এমনকি আমচুর সালাদও। কিন্তু সবচেয়ে বেশি নজর কে।ছে পাঁচ বোতল হট সস। প্রথমে শুনলে মনে হতে পারে, এটি শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে রয়েছে গভীর বৈজ্ঞানিক কারণ। মহাকাশে শরীরের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া-মানুষ যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল ছে।ে মহাকাশে

প্রবেশ করে, তখন শরীরে বেশ কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। মাইক্রোগ্র্যাভিটির কারণে শরীরের তরল-রক্ত ও অন্যান্য তরল-উপরের দিকে সরে যায়। ফলে মুখ ফুলে যায় এবং নাক অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়। এই অনুভূতি অনেকটা সর্দি-কাশির মতো হলেও এটি কোনও ভাইরাসজনিত নয়। বরং এটি সম্পূর্ণভাবে মাধ্যাকর্ষণ পরিবর্তনের ফল। এই অবস্থায় নাকের ছিদ্র আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। স্বাদ কেন হারিয়ে যায়? আমরা সাধারণত মনে করি, খাবারের স্বাদ শুধুমাত্র জিভের মাধ্যমে বোঝা যায়। কিন্তু বাস্তবে স্বাদের বড় অংশই নির্ভর করে গন্ধের উপর। নাকের মাধ্যমে খাবারের অ্যারোমা অনুভব করা না গেলে খাবার প্রায় নিরস্বাদ মনে হয়। মহাকাশে ঠিক এই সমস্যাই হয়। নভশ্চরদের কাছে খাবার অনেক সময় ' মতো লাগে-অর্থাৎ স্বাদহীন ও অনাকর্ষণীয়। এতে খাওয়ার ইচ্ছা কমে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। হট সসের আসল ভূমিকা-এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই হট সস রাখা হয়েছে। মশলাদার খাবার জিভের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে এবং গন্ধ কম পেলেও ঝাল ও তীব্র স্বাদ খাবারকে আকর্ষণীয় করে তোলে। হট সস শুধু স্বাদ বাড়ায় না, বরং নভশ্চরদের খাওয়ার আগ্রহ বজায় রাখতেও সাহায্য করে। ফলে তারা নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যা-মানব মহাকাশযাত্রার ছয় দশক পার হয়ে গেলেও এই সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করতে পারেনি নাসা। তাই প্রতিটি মিশনে খাবারের তালিকায় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। মশলাদার ও তীব্র স্বাদের খাবার রাখা হয় যাতে নভশ্চরদের খাওয়ার অভিজ্ঞতা কিছুটা হলেও স্বাভাবিক থাকে। মিশনের গুরুত্ব-আর্তেমিস-২ মিশন আগামী দিনের চন্দ্রাভিযানের ভিত্তি তৈরি করছে। এই মিশন সফল হলে পরবর্তী আর্তেমিস ৩-এ মানুষ সরাসরি চাঁদের মাটিতে নামবে। এই অভিযানে মহাকাশযান ঘণ্টায় প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার বেগে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পৃথিবীতে ফিরে আসবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওরিয়ন ক্যাপসুল প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবে। সাধারণ মানুষের আগ্রহ কম কেন? এত বড় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মিশন নিয়ে আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক বিভাজন এবং দৈনন্দিন জীবনের চাপের কারণে অনেকেই মহাকাশ অভিযানের গুরুত্বকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আর্তেমিস-২ শুধু একটি মহাকাশ মিশন নয়, এটি মানুষের মহাকাশে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতির পথে এক বড় পদক্ষেপ। এই মিশন দেখিয়ে দিচ্ছে, মহাকাশে টিকে থাকতে শুধু প্রযুক্তিই নয়, মানবদেহের সীমাবদ্ধতাকেও বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া কতটা জরুরি। আর সেই কারণেই, চন্দ্রযানে রাখা পাঁচ বোতল হট সস নিছক খাবারের স্বাদ বাড়ানোর উপাদান নয়-এটি নভশ্চরদের সুস্থতা ও টিকে থাকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিজ্ঞান ও মানবিক প্রয়োজনের এই মেলবন্ধনই ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের পথ আরও সুগম করবে।

অন্তরীক্ষের অন্ধকারে নীল পৃথিবীর জাদু, আর্তেমিস ২ পাঠাল চোখ ধাঁধানো ঐতিহাসিক ছবিগুচ্ছ

পাঁচ দশকের দীর্ঘ বিরতির পর মানুষের চঃদ্রাভিযানের নতুন অধ্যায় শুরু করেছে নাসা-র মানববাহী মিশন আর্তেমিস ২। এই ঐতিহাসিক অভিযানের মাঝেই পৃথিবীবাসীর জন্য এসেছে এক অনন্য উপহার-মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর অসামান্য কিছু ছবি, যা ইতিমধ্যেই মুগ্ধ করেছে বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ মানুষ-সবাইকে। মহাকাশ থেকে নীল গ্রহের অপূর্ব রূপ-আর্তেমিস-২-এর ওরিয়ন ক্যাপসুল থেকে পাঠানো ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে একটি দৃশ্য-অন্তহীন কালো মহাকাশের বুকের মাঝে ভাসমান নীলাভ দীপ্তিতে উজ্জ্বল পৃথিবী। যেন অন্ধকারের মাঝে এক জীবন্ত রত্ন! আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর ভেসে থাকা সাদা মেঘমালার ঘূর্ণি, যার মাঝে গভীর নীল জলরাশি-এক অসাধারণ প্রাকৃতিক চিত্রকল্প। এই উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবিগুলি শুধু প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মানবসভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। মহাকাশচারীরা যখন এই ছবিগুলি তুলছিলেন, তখন হয়তো তাঁদের মনে ভেসে উঠছিল কয়েকদিন আগেই ছেড়ে আসা নিজের গ্রহের কথা-একটি গ্রহ, যা দূর থেকে এত শান্ত, অথচ যার ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য গল্প, সংঘাত, জীবন ও আবেগ।

ঐতিহাসিক অভিযানের সূচনা-ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় এই মহাকাশযান। কমলা-সাদা রঙের বিশালাকৃতির এই যানটি চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেয়, যা গত ৫০ বছরে নাসার প্রথম মানববাহী চন্দ্র মিশন। এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন চারজন নভশ্চর-রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কচ এবং জেরেমি হ্যানসেন। তাঁরা আগামী প্রায় ১০ দিন মহাকাশে কাটাবেন এবং ঘণ্টায় প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার বেগে চাঁদের কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করবেন। যদিও এই মিশনে চাঁদের মাটিতে অবতরণের কোনও পরিকল্পনা নেই, তবুও এটি ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি।

শুধু ছবি নয়, ' অভিজ্ঞতা-এই ছবিগুলি শুধু ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে না, বরং এগুলি পৃথিবীবাসীকে মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে তুলছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই মিশনের আপডেট প্রায় ' পাওয়া যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে মহাকাশকে আরও কাছের করে তুলছে। এই ধরনের ভিজুয়াল ডেটা ভবিষ্যতের গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, মেঘের গঠন, মহাসাগরের বিন্যাস-সবকিছুই এই ছবির মাধ্যমে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আর্তেমিস প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ-আর্তেমিস-২ মিশনের সাফল্য নির্ধারণ করবে পরবর্তী পদক্ষেপ। সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আর্তেমিস ৩-এ নভশ্চররা সরাসরি চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন। এই মিশনের শেষে ওরিয়ন ক্যাপসুল পৃথিবীতে ফিরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযান এবং মঙ্গল অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সংগ্রহ করবে। বিস্ময়ের মাঝেও উদাসীনতা

একদিকে যখন এই অসাধারণ ছবিগুলি বিশ্বকে মুগ্ধ করছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই মিশন নিয়ে প্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ-অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক বিভাজন এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার প্রতি বেশি মনোযোগ। অনেকের কাছেই মহাকাশ অভিযান এখনও বিলাসিতা, যেখানে বাস্তব জীবনের সমস্যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানবসভ্যতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি-তবে এই ছবিগুলি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে সমস্ত সীমান্ত, বিভাজন ও দ্বন্দ্ব যেন অর্থহীন হয়ে যায়। একটি ছোট নীল গ্রহ-যেখানে সকলেই সমানভাবে নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গিই মহাকাশ অভিযানের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। প্রযুক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি এটি মানুষের মানসিকতা ও চিন্তাধারাকেও প্রসারিত করে।

আর্তেমিস-২ শুধু একটি মহাকাশ অভিযান নয়, এটি মানবজাতির আত্মপরিচয়ের এক নতুন অধ্যায়। এই মিশনের পাঠানো ছবিগুলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা কত ছোট, আর আমাদের গ্রহ কতটা মূল্যবান।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস ইজরায়েলের গোপন ড্রোন কারখানা

৫ এপ্রিল ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছোট্ট ল।ইয়ের ঘোষণা দিয়েই শুরু হয়েছিল ইরান-মার্কিন সংঘাত। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও সংঘাত থামেনি বরং ক্রমেই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উত্তেজনার মধ্যেই ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ভেসে গেছে ইজরায়েলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ড্রোন কারখানা। ইরান এই হামলায় কারখানাটি কার্যত সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে, যা ইজরায়েলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভ থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পেতাহ টিকভা শহরের ' সোল এভিয়েশন সলিউশন' সংস্থার গোপন ড্রোন কারখানাটি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের নিশানায় পরিণত হয়। এই কারখানায় শুধুমাত্র ড্রোন তৈরি হতো না বরং যুদ্ধবিমানের পাইলটদের হেলমেট, বোমা তৈরির সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামও এখানে প্রস্তুত হতো। সংস্থার সিইও ইজরায়েল ভ্যাসেরলফ জানান, এটি একটি অত্যন্ত গোপন কারখানা। সেখানে তৈরি হত ড্রোন এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম, যার অস্তিত্বের কথা খুব কম মানুষই জানত। ইরান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হামলা চালিয়েছে।

হামলার ধ্বংসাত্মক প্রভাব-সিইও-এর ভাষ্য অনুযায়ী, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কারখানাটি কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সব শেষ, তিনি বলেছেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই যে পুনরায় নতুন করে সেখানে কারখানা গ।ে তোলা প্রায় অসম্ভব। ইজরায়েলের গোয়েন্দারা এখনও ভাবছেন কীভাবে ইরান এত নিখুঁতভাবে কারখানার অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে। কারখানার ধ্বংস ইজরায়েলের সামরিক উপাদনে ব। প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এই সংস্থা সরবরাহ করত ইজরায়েল সেনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পণ্য। বিশেষত, ড্রোন এবং যুদ্ধবিমান সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, যা সামরিক কৌশলে ব্যবহৃত হতো, এখন সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান-এই হামলা ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরান এবার প্রমাণ করেছে যে, তাদের রাডার এবং ইংেটেলিজেন্স ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত। শুধুমাত্র সামরিক সরঞ্জাম নয়, বরং গোপন কারখানার অবস্থানও তারা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম। ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই হামলা ছিল প্রতিশোধমূলক এবং সুনির্দিষ্ট। তবে ইজরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে হামলার স্বীকারোক্তি দেয়নি। ড্রোন সংস্থার সিইও'র বক্তব্যই প্রথম ব্যাখ্যা, যা ইরানের হামলার বিস্তৃত ধ্বংস প্রকাশ করছে। সামরিক এবং

কৌশলগত প্রভাব-ড্রোন কারখানার ধ্বংস ইজরায়েলের সামরিক কৌশলেও প্রভাব ফেলবে। সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইজরায়েলের ড্রোন ফ্লিটের রক্ষণ ও নতুন ড্রোন উপাদন কার্যক্রমের জন্য এই কারখানার ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। কারখানার ধ্বংসের ফলে সামরিক সরঞ্জাম এবং ড্রোন উপাদনের ওপর বিরাট প্রভাব পড়বে। বিশ্লেষকদের মতে, পুনরায় কারখানা স্থাপন করা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষ হবে। এর ফলে সামরিক উপাদনের পরিকল্পনা পুনর্গঠন করতে হবে। ইরানের এই হামলা কেবল সামরিকভাবেই নয়, কৌশলগত ও রাজনৈতিক প্রভাবও ফেলেছে। ইজরায়েলি গোয়েন্দাদের হতবাক-ইজরায়েলি গোয়েঃদারা এখনও অবাক, কীভাবে ইরান এত নিখুঁতভাবে এই গোপন কারখানার অবস্থান এবং কার্যক্রম শনাক্ত করতে পেরেছে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, ইরানের ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দক্ষ। এর ফলে ইজরায়েলের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া-আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই ধরণের হামলা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতাকে আরও প্রভাবিত করবে। ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব কেবল সামরিক মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকছে না অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্তরেও প্রভাব ফেলছে। সামরিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, এ ধরনের হামলা ভবিষ্যতে আরও বড় সংঘাতের প্রভাব ফেলতে পারে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েলের পেতাহ টিকভা শহরের গোপন ড্রোন কারখানা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। সংস্থার সিইও বলেছেন, সব শেষ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই যে নতুন করে সেখানে কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এই ধ্বংসাত্মক হামলা ইজরায়েলের সামরিক ক্ষমতায় বিরাট ধাক্কা দিয়েছে। ড্রোন কারখানার ধ্বংস শুধু সামরিক প্রভাব নয়, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত প্রভাবও ফেলেছে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গোয়েঃদা তথ্য ও সামরিক প্রস্তুতি বিষয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। সামরিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইরান এবার প্রমাণ করেছে তাদের ইন্টেলিজেন্স ও ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত। এই হামলা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। ইজরায়েলকে পুনরায় সামরিক উপাদন ও ড্রোন উপাদন কার্যক্রম পুনর্গঠন করতে হবে। ইরানের এই পদক্ষেপ কৌশলগতভাবে প্রতিশোধমূলক হলেও, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর আকর্ষণ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে, এবং ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের পরবর্তী ধাপ কি হবে তা বিশ্বকণ্ঠে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এই হামলা প্রমাণ করেছে, সামরিক শক্তি এবং গোপন তথ্য উভয়েরই সমন্বয়কেই ভবিষ্যতের সংঘাতের মঞ্চে সফল হতে হবে।

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য
পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Pradip Kumar Biswas (Old Name) S/o Late Khagendra Nath Biswas Residing at Paschim Chunari, Nadia Garapota, Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pradip Biswas (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 117/2026 Dated 06-04-2026. Pradip Kumar Biswas (Old Name) and Pradip Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Siraj Mallick (Old Name) S/O–Raham resident of Vill-Rajapur , Po & Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Siraj Mallick to Siraj Mallik and henceforth I shall be known as Siraj Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/04/2026. My name Siraj Mallik & Siraj Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salim Dafadar (Old Name) S/o Raosan Dafadar Residing at Dharmapukuria, Dharmmapukuria, Dharampukuria, Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Selim Dafadar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 111/2026 Dated 06-04-2026. Salim Dafadar (Old Name) and Selim Dafadar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pradip Biswas S/o Late Khagendra Nath Biswas Residing at Paschim Chunari, Nadia Garapota, Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin- 741502, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Khagendra (Old Name) shall henceforth be known as Khagendra Nath Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 118/2026 dated 06-04-2026. I declare that my deceased father Khagendra (Old Name) and Khagendra Nath Biswas (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saifuddin Mallick (Old Name) S/O–Siraj Mallik resident of Vill-Rajapur , Po & Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Saifuddin Mallick to Saifuddin Mallik and henceforth I shall be known as Saifuddin Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/ 04/ 2026. My name Saifuddin Mallik & Saifuddin Mallick both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sahadat Sarder (Old Name) S/o Mansoor Sardar Residing at Chanda, Basuldanga, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sahadat Sardar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 110/2026 Dated 06-04-2026. Sahadat Sarder (Old Name) and Sahadat Sardar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahasin Amanulla (Old Name) S/o Nur Mahammad Residing at Narua Panchanantala Chandannagar, District - Hooghly, Pin - 712136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Amanulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-04-2026. Mahasin Amanulla (Old Name) and Md Amanulla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ANCHHUR NOWDA S/O LATE BAYTULLA NOWDA MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY VOTER IDENTITY CARD AS ACHHUR NAWDA. AFFIDAVIT E BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 6-4-2026 ANCHHUR NOWDA, ANCHHUR NATTADA, ACHHUR NAWDA, ANCHHUR ALI SK, ANCHUR ALI SK AND ANCHHUR ALI SK ALL ARE SAME IDENTICAL PERSON.MY ACTUAL NAME IS ANCHHUR NOWDA R/O VILL + P.O SALIGRAM P.S NAKASHIPARA DIST NADIA.

NAME CHANGE

I, Munzil Hoque, Md Munzil Hoque (Old Name) S/o Bisharat Molla Residing at 72/1, Baghbazer Street, District - Kolkata, Pin - 700003, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Mohammed Munzil Houque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no. 11 Dated 02-04-2026. Munzil Hoque, Md Munzil Hoque (Old Name) and Mohammed Munzil Houque (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Akash Dutta (Old Name) S/o Gitakantha Dutta Residing at 3C, Sunflower, Deeshari Estate, 1475, Madurdaha Main, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Akash Kumar Dutta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 02-04-2026. Akash Dutta (Old Name) and Akash Kumar Dutta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, UDDAM NOWDA S/O ANCHHUR NOWDA MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY VOTER IDENTITY CARD AND LAND RECORD AS UDDAM SEKH AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 6-4-2026 UDDAM NOWDA AND UDDAM SEKH BOTH ARE SAME PERSON. R/O VILL+ P.O SALIGRAM P.S NAKASHIPARA DIST NADIA.

NAME CHANGE

I, MD CHAND SHAIK, S/o Late Md Aahmadi, residing at Khariberia, P.O. & P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin-743503, W.B., India, declare that, in my Aadhaar Card (64726681 9314), Voter Id Card (KKC2379543) and some relevant documents, my name has been recorded as MD CHAND SHAIK, S/o MD AAHMADI. In my Voter selection list in Vidyasagar Assembly Constituency (W.B.) in the year 2002 being Constituency No. 157, Part No. 17, Serial No. 716 and also in Epic No. WB/22/157/048385, my name has been recorded as MD JAMAL, S/o AHAMADI. As per affidavit vide no. 80201 in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas on 29.12.2025, MD CHAND SHAIK, S/O MD AAHMADI and MD JAMAL, S/o AHAMADI are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mumtaz Alam (Old Name) S/o Md Badera Alam Residing at 2/1/H/3, Narkeldanga Main Road, District - Kolkata, Pin - 700011, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mumtaz Alam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Md Mumtaz Alam (Old Name) and Mumtaz Alam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD AZIZ MONDAL, S/O- Dukari Mondal, resident of Vill.- Akbarnagar, P.O.- Kulut, P.S.- Manteswar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL AZIZ MONDAL vide Affidavit No.- 56 dated 06/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That MD AZIZ MONDAL and ABDUL AZIZ MONDAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjali Mundhra (Old Name) D/o Surendra Mundhra Residing at FL-502, 5th Floor, 4/1 Ram Lal Mukherjee Lane, P.s - Golabari, Salkia, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mundhara Anjali Surendra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide Dated 06-04-2026. Anjali Mundhra (Old Name) and Mundhara Anjali Surendra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soma Mondal Sarkar (Old Name) W/o Hare krishna Mandal Residing at Vill - Amlapara, P.o - Bongaon, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Soma Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-04-2026. Soma Mondal Sarkar (Old Name) and Soma Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি PRAKASH MONDAL, পিতা Lt. Joydratha Mondal, সাং ১৩১৬ মহিষকাপুর, থানা দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, গত ১৭১২০২৬ দুর্গাপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং ৯৮) বলে OM PRAKASH MONDAL হলাম। বর্তমানে PRAKASH MONDAL এবং OM PRAKASH MONDALএক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Peter Abijit Mondal (Old Name) S/o Anil Kumar Mondal Residing at 33, Dhalipara (North), Joka, Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700104, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Peter Abhijit Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide Dated 06-04-2026. Peter Abijit Mondal (Old Name) and Peter Abhijit Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lakshan Chandra Dey (Old Name) S/o Late Jatindra Chandra Dey Residing at Joygachi Bhowal Para, P.o+P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Lakhan Chandra Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-04-2026. Lakshan Chandra Dey (Old Name) and Lakhan Chandra Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kuddus Sekh @ Seikh Kuddus @ Kuddus Seikh,S/o Sekh Geni @ Geni Sekh, resident of Vill-Metedanga, P.O. Khandaghosh, P.S. Khandaghosh, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN – 713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH KUDDUS vide Affidavit No. 57 dated 06/04/2026, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Kuddus Sekh, Seikh Kuddus, Kuddus Seikh and Sekh Kuddus all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Gofur Molla (Old Name) S/o Golam Mostafa Molla Residing at Vtc - Bhatka, P.o - Bamanpukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Gafur Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 109/2026 Dated 06-04-2026. Abdul Gofur Molla (Old Name) and Abdul Gafur Molla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ikbal (Old Name) S/o Md Idrish Residing at 16/2B, Topsia Road South, Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Iqbal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 51 Dated 24-03-2026. Md Ikbal (Old Name) and Md Iqbal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Giasuddin, S/O- SK Sirajuddin @ Late Sekh Sirajuddin resident of Vill.- Kulut, P.O.- Kulut, P.S.- Manteswar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK GIASUDDIN vide Affidavit No.- 441 dated 06/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Sekh Giasuddin and SK Giasuddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rehena Sahaji (Old Name) W/o Bisharat Sahajee Residing at Vill+P.o - Petrapole, District - North 24 Parganas, Pin - 743405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rehana Sahajee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 112/2026 Dated 06-04-2026. Rehena Sahaji (Old Name) and Rehana Sahajee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarvina Bibi, residing at Tikarbariya, Faridpur, Jalangi, Murshidabad, 742303 my husband's (correct name) Rafikul Islam Mondal recorded in his aadhar card (348700490492), my voter card no (MWR2473908) & my husband's (wrong name) Biplab Mandal recorded in my daughter's birth certificate no-1067, dated 25/10/2004 issued by Sadikhandiar GP both are same persons declared by L.d. Judicial Magistrate 1" Class, (SL NO-39) Berhampore, date on 13 jan 2026

NAME CHANGE

I, Azman Ali (Old name) S/o-Abdul Azid Ali, Resident at Vill-Dangapara, Po-Kumarsanda, Ps-Kandi, Dist.-Murshidabad, 742136. West Bengal, I have changed my name Azman Ali to Md Azman Ali (New name) I shall be known as Md Azman Ali vied affidavit no.22AC 823745 before the Notry at Berhampore on 30/03/2026 Md Azman Ali & Azman Ali same and one identical person.

নিরাপত্তা মজবুতকরণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিদর্শনে ডাইরেক্টর জেনারেল

মালিগাঁও, ০৬ এপ্রিলঃ নিরাপত্তা মজবুতকরণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীমতি সোনালী মিশ্র, আইপিএস, ২০২৬-এর ৫ ও ৬ এপ্রিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে দুই দিনযোরা কার্যসূচীর বিস্তারিত পরিদর্শন সম্পন্ন করেন। গুয়াহাটি পরিদর্শনকালে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল প্রোটোকল মেনে একটি বিস্তারিত নির্বাচনী ব্রিফিংয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং 'রং ভবন'-এ আয়োজিত 'সুরক্ষা সম্মেলন'-এ উপস্থিত থাকেন, যেখানে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীমতি মিশ্র, গুয়াহাটিতে অবস্থিত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পোস্টটি বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করেন এবং অসমের ডিজিপি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের সাথে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন এর মাধ্যমে সুরক্ষা ব্যবস্থাসংক্রান্ত সমন্বয় আরও মজবুত করা হয়। এছাড়াও, তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল মেন্যাজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রিন্সিপাল হেডের সাথে রেলওয়ে সুরক্ষা, পরিচালন দক্ষতা ও সামগ্রিক প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ওপর একটি বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীমতি মিশ্র, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আশীষ বনসলের সাথে আলোচনা করেন এবং সুরস্কার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নতুন রেলওয়ে প্রকল্পগুলির অগ্রগতির গর্যালোচনা করেন।পরিদর্শনকালে, মালিগাঁওয়ের পিচিএমচি রিজার্ভ কোম্পানিতে একটি অফিস-কাম-ব্যারাক নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রজেক্টটি এই অঞ্চলে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পরিকাঠামো শক্তিশালী করবে এবং তাদের পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। শ্রীমতি মিশ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর নির্বাচন-প্রস্তুতির ওপর একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেন এবং নিরাপদ, সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন রেল চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষো বর্ধিত সতর্কতা, সুগম সমন্বয় এবং সক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের ওপর জোর যেন।

তৃণমূল সুপ্রিমোর 'নির্দেশ' মেনে নিলেন ফরাক্কার মনিরুল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির 'হুঁশিয়ারির' পরই ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন ওই কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে এবছর তৃণমূল কংগ্রেস মনিরুলকে মনোনয়ন দেয়নি। তার পরিবর্তে ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের তরফ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে। দলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে সম্প্রতি মনিরুল ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। শনিবার তিনি নিজের মনোনয়ন পত্রও জমা করে দেন। যদিও কোন দলের প্রতীকে মনিরুল লড়বেন তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা ছিল। ফরাক্কা কেন্দ্রে কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থী মহতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় না থাকার জন্য রবিবার দুপুর তাঁর নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ছিল। সেই কারণে গতকালও মনিরুল কংগ্রেসের প্রতীক চেয়ে অধীর চৌধুরীর কাছে দরবার করেছিলেন। গতকাল রাজ্যে এসআইআর ট্রাইবুনাল মহতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর তাঁর আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। মহতাবের কংগ্রেসের টিকিট নিশ্চিত হতেই মনিরুল ইসলাম রণে ভঙ্গ দেন এবং ফরাক্কা ফিরে যান। রবিবার সামশেরগঞ্জে একটি নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি মনিরুল ইসলামের নাম না করে হুঁশিয়ারি দেন। দলের স্বার্থে তাঁকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশও দেন। যদি মনিরুল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমানকে। মমতা ব্যানার্জি পরিষ্কার জানিয়ে দেন টিকিট না পেয়ে মনিরুলের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিতে পারেন না। সোমবার মনিরুল ইসলাম জানান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির 'নির্দেশ' পর তিনি ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। তিনি বলেন, গত শনিবার আমি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা করেছি। আগামী ৯ তারিখ সেই মনোনয়নপত্র আমি প্রত্যাহার করে নেব। যদিও সূত্রের খবর, মনিরুল যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তা এখনও গ্রহণ করা হয়নি। মনিরুলের দেওয়া মনোনয়নপত্রের সঙ্গে 'নো ডিউ' সার্টিফিকেট না থাকায় সেটি এখনও নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেনি বলেই জানা গেছে। মনিরুল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর রবিবার রাতে আমার সঙ্গে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের এক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে। তাঁদের কাছে আমি বেশ কিছু শর্ত রেখেছিলাম। সেই শর্তগুলো তৃণমূল নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। তারপরই আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনিরুল বলেন, ফরাক্কার বিধায়ক হিসেবে আমি নিশিন্দ্রা কাটানে একটি ব্রিজ, মামরেজপুরে একটি ব্রিজ এবং বাহাদুরপুরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেই কাজগুলো এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। এর পাশাপাশি বেওয়া এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য পানীয় জলের একটি প্রকল্প এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে এবং বল্লালপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে স্পেশালিটি হসপিটাল হিসেবে গড়ে তোলার দাবি আমি তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে রেখেছি। তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই আমার সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হবে। তৃণমূল নেতৃত্ব আমার সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ায় আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে রাজগঞ্জে মনোনয়ন জমা দিলেন এশিয়াড সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয়তা ও উদ্দীপনার এক নজিরবিহীন মেলবন্ধন। জেলা সদর জলপাইগুড়ির এসপি ওবিসি সেলের সভাপতি ও সদর বিধানসভার বর্তমান প্রার্থী কৃষ্ণ দাস স্বপ্নার পাশে থেকে তাকে সমর্থন জানালেন। স্বপ্নার তৃণমূলে যোগদানের পর থেকে বিধানসভায় প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে দলীয় কোন্দল, আইনি জটিলতা এবং কখনও কখনও আদালতের দ্বারস্থ হওয়া পর্যন্ত নানা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তবে আইনি জটিলতা কাটিয়ে ওঠার পর কৃষ্ণ দাস এবং স্বপ্না বর্মনের পাসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সংবাদ মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়েছিলেন, সোমবার বেলা ১১ টায় স্বপ্না বর্মন রাজগঞ্জ বিধানসভায় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেবেন। এই খবরের পর সকাল থেকেই সদর মহকুমা কার্যালয়ে জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ দাস স্বপ্নার সমর্থনে একাধিক নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন এবং আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় স্বপ্না বর্মনের পাশে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ দাস। তার নেতৃত্বে উপস্থিত জনসমাগম চরম উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষের এই সমর্থন রাজগঞ্জের রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্বপ্না বর্মন মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে জানান, রাজগঞ্জের মানুষ এবং দলের সমর্থন তার বিপুল ভোটে জয়ের সহায়ক হবে। স্বপ্না বর্মনের মতে, রাজনৈতিক ময়দানে তার পাশে রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোনয়নপত্র জমার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যা হয়েছে ভালোর জন্য হয়েছে। অ্যাথলেটিক থাকাকালীন সময়ে খেলাধুলার মাঠে পাশে ছিলেন বাবা, এখন রাজনীতির ময়দানে পাশে রয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব এবং রাজগঞ্জের মানুষ। রাজগঞ্জে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে স্বপ্না প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখছেন। মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবং তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা তাকে এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর স্বপ্না কিছুটা হতাশ হলেও, তিনি সংবাদ মাধ্যমে স্পষ্ট অনুরোধ জানান, খবর প্রকাশের সময় জেনে-সুঝে এবং ন্যায্যভাবে প্রকাশ করতে। এদিন সদর মহকুমা কার্যালয়ে প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ দাস সংবাদ মাধ্যমে জানান, খগেশ্বর রায় এই সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ির সভায় ব্যস্ত থাকায় অনুপস্থিত ছিলেন। স্বপ্নার সঙ্গে তার সমর্থন এবং উপস্থিতি রাজগঞ্জে তৃণমূলের শক্তি আরও দৃঢ়তর করে তুলেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্তে স্বপ্না বর্মনের প্রফুল্লতা এবং জনসমর্থন রাজগঞ্জের মানুষের রাজনৈতিক আগ্রহকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। তরুণ তুর্কি প্রার্থী হিসেবে স্বপ্না বর্মন নিজের নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং দলের নেতৃত্বের সমর্থনে রাজনীতির ময়দানে এক শক্তিশালী পদচারণা শুরু করেছেন। এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং জনসমর্থনের দৃশ্য রাজগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিজয় নিশ্চিত করতে আরও শক্তি যোগ করছে।

মালদা নিয়ে আগামীর রূপরেখা জানালেন বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে

সরগরম রাজ্য রাজনীতি। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই এখন ভোট প্রচারের জোর তৎপরতা। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এবার মালদা জেলার গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চতুর্মুখী লড়াইয়ের ছবি। গত নির্বাচনে জোট রাজনীতির প্রভাব থাকলেও, এ'বছর আলাদা লড়াইয়ে নামছে প্রধান চার রাজনৈতিক দল- বিজেপি, তৃণমূল, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই কেন্দ্রের চার প্রার্থীই নতুন মুখ হওয়ায় ভোটের লড়াইয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সোমবার ইংরেজবাজার পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ি। তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে দাবি করেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও মালদায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। শহরের পরিষেবা ব্যবস্থার দুরবস্থার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ইংরেজবাজার কে 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তাঁর কথায়, এই আসনে জয় নিশ্চিত, এখন শুধু ব্যবধান বাড়ানোর লড়াই। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ডু পাল্টা দাবি করেন, পৌরসভা একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই হয়েছে। আগামীদিনে আরও আধুনিক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। তাঁর দাবি, মানুষের সমর্থন তৃণমূলের পক্ষেই রয়েছে এবং জয় নিশ্চিত। এছাড়াও, সিপিআইএমের প্রার্থী অম্বর মিত্র ও কংগ্রেসের মাসুদ আলম। দুই দলই আলাদা লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। গতবার জোটবদ্ধ লড়াইয়ে ফলাফল শূন্য থাকলেও এবারের সমীকরণ ভিন্ন। সব মিলিয়ে ইংরেজবাজার বিধানসভায় এবারের নির্বাচন শুধু জয়ের লড়াই নয়, বরং নতুন মুখদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার মঞ্চ হয়ে উঠেছে। পালাবদল নাকি ব্যবধান বৃদ্ধি? এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ।

নন্দকুমারে তেলের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ

পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার এলাকায় সোমবার সকালে এক তেলের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। নন্দকুমার থানার অন্তর্গত বাখরাবাদ এলাকায় রাস্তার ধারে অবস্থিত ওই গুদাম থেকে আচমকাই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়ংকর রূপ নেয় এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকল বিভাগে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই গোডাউনে বিপুল পরিমাণে কাটা তেল মজুত ছিল, যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী, এমনকি আধা সেনাও মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে আশপাশের এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ততক্ষণে গোডাউনটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশ বড় বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই তেলের গোডাউনটি আদৌ বৈধ ছিল কিনা, সেখানে দমকলের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। কীভাবে আগুন লাগল, সেটিও এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের পরেই সামনে আসবে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং সম্ভাব্য গাফিলতির চিত্র।

মোথাবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নজরুল ইসলাম দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালান। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গা প্রসাদ অঞ্চলের প্রধান গোলাম কিবরিয়া, তৃণমূল নেতা টিংকু রহমান বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের নিরিখে ভোট আবেদন করেন। প্রার্থী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা গ্রামগঞ্জে যেভাবে রাস্তাঘাট, আলো, পানীয় জল

সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করেছে মানুষ অত্যন্ত খুশি সেই নিরিখেই মানুষের কাছে ভোট চাইছি, আরো বেশ কিছু এলাকায় কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছি, কিছু কাঁচা বাড়ি সহ পানীয় জলের প্রয়োজন রয়েছে, ভোটে জেতার পর সবার প্রথমে সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং দ্রুত তার সমাধান করা হবে। প্রচারে মানুষের ভীষণ সারা পাচ্ছি তাই আমার জিতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী, জিতাটা এখন সময়ের অপেক্ষা।

মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ম্যাসকট প্রকাশ করল জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ম্যাসকট প্রকাশ করল জেলা প্রশাসন। জেলা নির্বাচন কমিশনার

তথা মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক আর অর্জুন ও জেলা পুলিশ সুপার শচীন মক্কার ও জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ সুপার সুরিন্দর সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নির্বাচনী ম্যাসকট প্রকাশ করা হয় যা হল ময়ূরপঙ্খী নৌকা। মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাসের জেলা। আর এই জেলার অন্যতম শিল্প হল শোলা শিল্প। শোলার কাজেই ফুটিয়ে তোলা হয় ময়ূরপঙ্খী নৌকা সহ বিভিন্ন জিনিস। তাই এবার মুর্শিদাবাদের বিধানসভা নির্বাচনের থিম ময়ূরপঙ্খী নৌকা । যা স্লোগান দেওয়া হয়েছে 'এসো ময়ূরপঙ্খী হাল ধরি, ভোটার অধিকার প্রয়োগ করি।' নির্বাচন মানেই অশান্তির নির্বাচন হয় মুর্শিদাবাদে। তাই মুর্শিদাবাদ জেলাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বিভিন্ন থিমের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলা নির্বাচনী কমিশনার তথা জেলা শাসক আর অর্জুন। জেলা শাসক জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে উৎসব মুখর পরিবেশে বিধানসভা নির্বাচন করা একমাত্র লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই রকমই মুর্শিদাবাদে এই থিম তুলে ধরা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি আসনে ২৩ এপ্রিল কোনপ্রকার ভয় ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই নিজেদের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে জেলাবাসীর কাছে।

ভোটের আগে হুমায়ুন কবীরের দলে বড় ভাঙন, তৃণমূলে যোগ দিলেন ৩০০ কর্মী-সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় আনল হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বাধীন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির ভাঙন। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এর সভামঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন দলের জেলা সভাপতি পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ প্রায় ৩০০ কর্মী-সমর্থক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কয়েক মাস আগেই তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজের রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। দলবিরোধী কাজকর্ম এবং ধর্মীয় ইস্যুতে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে তাঁকে দল থেকে সরানো হয়েছিল। এরপর তিনি আমজনতা উন্নয়ন পার্টি গড়ে তোলেন এবং ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ১৮২টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর দলের প্রার্থীরা প্রচারেও নেমে পড়েছেন। তবে নির্বাচনের মুখে দলের ভিত যে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তা এই সাম্প্রতিক দলবদল থেকেই স্পষ্ট। পূর্ব বর্ধমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় জেলা সভাপতির দলত্যাগ হুমায়ুনের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও মন্ত্রী সিদ্দিকুলা চৌধুরী। দল গঠনের পর থেকেই হুমায়ুন কবীর তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিয়ে আসছেন। বিভিন্ন বিরোধী শক্তির সঙ্গে জোট গড়ারও চেষ্টা করেছেন তিনি। আইএসএফ ও সিপিএমের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে কেবল আসাদউদ্দিন ওয়েসির মিম। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির এই ভাঙন হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। দলীয় শক্তি ধরে রাখতে না পারলে নির্বাচনে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে তাঁকে, এমনই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

ভারতীয় কৃষক অপহৃত বাংলাদেশীদের হাতে .. বিএসএফের তৎপরতায় ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ এপ্রিল ঃ কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাংলাতলি সংলগ্ন কাঁটাতারের গেট নং ৬ এলাকায় ফের এক ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে। অপহৃত কৃষকের নাম সদেব রায়। গতকাল ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের চেষ্টা হলে বিএসএফ রবার বুলেট ছুঁড়ে এক বাংলাদেশি যুবককে আহত করে। অভিযোগ তারই বদলা নিতে কাঁটাতারের ওপারে চাষ করতে গেলে সদেব রায়কে টেনে নিয়ে যায় ওই পারের বাংলাদেশী নাগরিকরা পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই ভারতীয় কৃষককে ফেরাতে তৎপর হয়েছে বিএসএফ। এই প্রসঙ্গে অপহৃত কৃষকের মা বলেন - কাঁটাতারের ওপাশে আমাদের জমি রয়েছে সেখানে হাল বুয়াতে গিয়েছিল এবং সেখানে গরুসহ বাংলাদেশিরা তাকে টেনে হিজড়ে নিয়ে যায় আমরা চাই দ্রুত তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কৃষকের ভাই কৌশিক বর্মন বলেন - কেন এরকম হল জানিনা। যখন হাল বুয়াতে গিয়েছিল তখন গরুসহ ৮-১০ জন বাংলাদেশের থেকে লোক এসে আমার ভাইকে নিয়ে যায় খবর পাওয়ার পর আমরা বিএসএফকে জানাই। আমরা চাই কাঁটাতারের ওইপারেও বিএসএফের ক্যাম্প হোক ২৪ ঘন্টা। যদিও পরবর্তীতে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে বৈঠকের পথ বিএসএফের প্রচেষ্টায় অপহৃত সদেব রায়কে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। ভারতে এসে সদেব বর্মন বলেন - বাংলাদেশের ওপারে কি হয়েছিল আমি জানিনা ওখানে কোন গন্ডগোল হয়েছিল সেই কারণে ৩০-৪০ জন আসলো আর বলল আমাকে নিয়ে যাবে। আমি বাধ্য হয়ে ওদের সাথে গেলাম ওরা চায় ওদের পাশের কি গন্ডগোল হয়েছে সেখানে বিএসএফ মাথা নত করুক। তিনি বলেন আমাকে ৮২৯ পিলারের পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশিরা চায় .আমরা এই জমি ছেড়ে দেই আর ওরা এটা দখল করে নেক। তিনি বলেন আমরা চাই জিরো লাইন ওপারে যেখানে আমাদের জমি রয়েছে সেখানে যেন সব সময় পড়া পড়া থাকে। খুব দ্রুত ফিরিয়ে আসতে পারার জন্য তিনি বিএসএফকে ধন্যবাদ জানান।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ, অবসাদে কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকায় নাম বাদ, মানসিক অবসাদে কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম আনারুল সেখ (৩২)। বাড়ি নলহাটি থানার পাহাড়ি নতুন গ্রাম এলাকায়। সারা রাজ্যে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) চলছে। তাকে ঘিরে মানুষের মাথায় চিন্তার পাহাড় ভেঙে পড়েছে। আনারুল শেখ (৩২) তার মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফাইনাল লিস্টে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রায় ৯৮৭ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এমন দাবি করছেন গ্রামবাসীরা। আনারুল শেখ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েও নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত না হওয়ায় মানসিক চাপে ভেঙে পড়েন। আপিল করতে গিয়েও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বাড়ি ফিরে এই চরম সিদ্ধান্ত নেন তিনি। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পাশাপাশি ক্ষোভও তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রামবাসীরা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে তারা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বলে জানা গেছে। প্রশাসনের তরফে এখনও কোনো বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে মৃতর আত্মীয় রিঙ্কু সেখ বলেন, আনারুলের নাম ডিলিট হওয়ার পর কাগজ নিয়ে জমা দিতে যায়। তারপর ফিরে এসে কীটনাশক খায়। আনারুল শেখের ছোট ছোট দুটি বাচ্চা আছে। তাদের দায়িত্ব কে নেবে? ডিলিটেড ৯৮৭ জনের মধ্যে একজন চলে গেল। আরও কার এমন হবে না কে বলতে পারে? সারা সারা রাত আমাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। আমরা কিন্তু সহজে এ অন্যায় মেনে নেব না। এর শেষ দেখে ছাড়বো।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.. ."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-09 of 2026- 27

Bid submission closing date: 08/04/2026 upto 02.30 P.M.

Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.. ."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-10 of 2026- 27

Bid submission closing date: 07/04/2026 upto 02.30 P.M.

Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

আবারও নজর কাড়ল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৬ এপ্রিল ঃ পাহাড়ি পর্যটনে নতুন গতি এনে আবারও নজর কাড়ল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চলা ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন এখন শুধু পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হয়ে উঠেছে বড় ভরসা। রেল সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যেখানে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৮৩,০০৩, সেখানে চলতি অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,১৫,৪৩২ অর্থাৎ প্রায় ১৭.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি। একইসঙ্গে আয়ের পরিমাণও ২২.১২ কোটি থেকে বেড়ে ২৫.৩৭ কোটিতে, যা প্রায় ১৪.৭১ শতাংশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে একাধিক পরিকল্পিত উদ্যোগ। পর্যটকদের জন্য বিশেষ কিউরেটেড ট্যুরিজম এক্সপেরিয়েন্স, ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা, স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মতো পদক্ষেপ যাত্রী টানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিক পরিষেবার সংযোজন, এই সমন্বয়ই নতুন করে প্রাণ ফিরিয়েছে টয়ট্রেনে। পর্যটনের এই উত্থানের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অর্থনীতিতেও। পাহাড়ের বহু মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে এই রেলপথের সঙ্গে। ফলে যাত্রী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামগ্রিকভাবে দার্জিলিংয়ের অর্থনৈতিক গতিকে আরও শক্তিশালী করছে।

ভোটের আগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত চরমে, প্রতীকী অবস্থানে তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রাক্কালে শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে দীর্ঘদিনের চাপা উত্তেজনা এবার প্রকাশ্যে রূপ নিল। তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ঘিরে শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সোমবার প্রচার বন্ধ রেখে গৌতম দেব গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা-কর্মী। একই দিনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিলিগুড়িতে প্রচারসূচি থাকায় এই অবস্থান বিক্ষোভ রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীর পোস্টার ও ব্যানার নষ্ট হওয়ার ঘটনা সামনে আসছে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে পরিকল্পিতভাবে এসব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন হোর্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির উপর বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের ছবি সেঁটে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, এসবই বিজেপির সংগঠিত চক্রান্ত, যার লক্ষ্য ভোটের আগে তাঁদের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা। অবস্থান বিক্ষোভ থেকে গৌতম দেব সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, টাকা দিয়ে লোক এনে এইসব কাজ করছে বিজেপি। কিন্তু এটা শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতি নয়। গোটা শহর প্রায় গেরুয়া রং করেছে। যেখানে-সেখানে লেখা - ওম! এটা তো একটা ধর্মীয় শব্দ। তাকে রাজনীতির ময়দানে কেন ব্যবহার করছে বিজেপি? এটাই তো মেরুকরণের রাজনীতি। অন্যদিকে, এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। শংকর ঘোষ পাল্টা দাবি করেছেন, তাঁদেরও প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এভাবে আড়াল থেকে নয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের ময়দানেই লড়াই হওয়া উচিত। ভোটের আগে এই পোস্টার-কাণ্ড ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, যা প্রশাসনের কাছেও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফর্ম নং ১৪

[বিধি ৩৩(২)] দেখুন নিবন্ধিত ডাকযোগে, অথবা বাহক মারফত অন্যথায় প্রকাশনার মাধ্যমে

উসুলকারী আধিকারিকের কার্যালয় - I/II, ঋণ উসুল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (DRT 3)

৮ম তলা, জীবন সুধা ভবন, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

দাবি নোটিশ

ঋণ উসুল ও দেউলিয়াত্ব আইন, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৮ ধারা এবং 'আয়কর আইন, ১৯৬১'-এর দ্বিতীয় তফসিলের ২ নং বিধি অনুযায়ী নোটিশ

RC/90/2023
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতি বনহিশিখা চন্দ

প্রতি,
(CD 1) শ্রীমতি বনহিশিখা চন্দ,
স্বামী শ্রী অরুনেশ চন্দ,
মেসার্স মার্কসম্যান সিস্টেমস
স্বত্বাধিকারী, ২১এ, রানী শঙ্করী লেন, থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫ এছাড়াওঃ ৯, বসন্ত বসু রোড, থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, OA/665/2019 মামলার প্রেক্ষিতে DEBTS RECOVERY TRIBUNAL KOLKATA (DRT-3)-এর প্রিসাইডিং অফিসারের আদেশে জারিকৃত 'রিকভারি সার্টিফিকেট' অনুযায়ী, আপনার বিরুদ্ধে মোট ৫২,০২,৯২৭.৫০ টাকা (বাহান্ন লক্ষ দুই হাজার নয়শত সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)- এর সাথে ১১।১০।২০১৯ তারিখ থেকে পাওনা আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১২.৫০ শতাংশ সরল সুদের হারে মামলা চলাকালীন ও ভবিষ্যতের সুদ এবং ৫৫,০০০ / - টাকা (পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) মামলার খরচ-পাওনা হিসেবে বকেয়া হয়েছে (যৌথভাবে ও পৃথকভাবে, পূর্ণ দায়বদ্ধতা সাপেক্ষে)।

২. আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপনি উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করবেন অন্যথায়, 'ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায় আইন, ১৯৯৩' এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী উক্ত অর্থ আদায় করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী শুনানির তারিখের দিন বা তার পূর্বে একটি হলফনামার মাধ্যমে আপনার সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবেন। ৪. আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী ১৭।০৪।২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় অধস্তন স্বাক্ষরকারীর সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হবেন।
৫. উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত হিসেবে, আপনি নিম্নোক্ত অর্থসমূহ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ থাকবেনঃ (ক) এই সার্টিফিকেট / জারিকার্য কার্যক্রমের নোটিশ জারির অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালের জন্য প্রযোজ্য সুদ। (খ) এই নোটিশ ও পরোয়ানা জারি, অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পাদন এবং প্রাপ্য অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম বাবদ উদ্ভূত সকল প্রকার খরচ, মাশুল ও ব্যয়ভার।

আমার স্বাক্ষর ও ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরযুক্ত হয়ে, অদ্য ২৫।০৯।২০২৫ তারিখে প্রদত্ত।

স্বাক্ষরিত- আদায়কারী কর্মকর্তা,
ভারত সরকার,
কলকাতা ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল-৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

বিড নম্বর ও তারিখ ঃ জিইএম/২০২৬/ বি/ ৭৩৮৭৮৩৭, তারিখ ০৩.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোডাকশন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** দঃ পূঃ রেলওয়ের খড়গপুর ওয়ার্কশপের সম্পূর্ণ মেন ওয়ার্কশপ এবং ওয়াগনশপে ০৩ (তিন) বছরের জন্য ডব্লুবিপিসিবি/সিপিসিবি/ অন্য রাজ্যের পিসিবি অনুমোদিত ভেন্ডারের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে বিপজ্জনক বর্জ্য (নির্গম হওয়া গ্রিস, ইটিপি স্লাজ ও রঙের বর্জ্য) অপসারণ। **জিএসটি ১৮% সমেত কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭২,৪২,৩৬৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৪৪,৮৫০ টাকা। **বিড শেষের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **বিড খোলা হবে ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** জিইএম পোর্টাল (ওয়েবসাইট **https://gem. gov.in**)। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের পুরো বিশদ/ বিবরণ/মাপকাঠির জন্য জিইএম পোর্টাল (ওয়েবসাইট **https://gem.gov.in**) দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনও ভাবে ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-23)**

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৫৫ -২০২৫- ২৬, তারিখ ঃ ০২.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) শিয়ালদহ ডিভিসনে ৭টি স্থানে (একিউআর, বিবিটি, কেবিজিবি, বিএসএইচটি, পিপিজিটি, ইডিজি এবং জিবিজি-এর) আরডিএসও ধরনের ট্রেন নির্দেশাত্মক বোর্ড যেগুলি কোডাল লাইফ অতিক্রান্ত সেগুলির প্রতিস্থাপন। (ii) শিয়ালদহ ডিভিসনে রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা জারি করা এমইএ নির্দেশ অনুসারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক স্টেশন থেকে/এনটিইএস-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে বিএআরইউ, বিডিওয়াইপি, বিজিজেটি, ডিএইচকে, ডিকেডিপি, ডিএমইউ, জিআইএ, জিইউআরএন, জেডিপি, কেএলকেআর, কেওয়াইপি, এনজিআরআই, এনটিএ, পিএলএফ, এসজেপিআর, এসএনইউ, এসএসপি, এসএসআরডি, বিজেডবি, জিএন, এইচএইচআর, টিএএলএ, টিকেএফ, বিএলওয়াইজি, বিআরপিকে, পিটিকেআর, ডিএকেই, ডিজিএনআর, এনবিই, জিজিপি, এইচবিই, জেজিডিএল, কেএলওয়াইএস, কেএলওয়াইএম, পিটিএফ, পিএক্সআর, টিএইচপি, বিএসএলএ (ফ্ল্যাগ) স্টেশন-এ ট্রেন নিদেশাত্মক বোর্ডের ব্যবস্থা করার কাজ। (iii) শিয়ালদহ ডিভিসনে রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা জারি করা এমইএ নির্দেশ অনুসারে ডিপিডিপি, এইচটি, কেএইচজিআর, কেডব্লুডিপি, এমএকে, এমজিটি, পিকিউএস, এসবিজিআর, টিএলএক্স, বিবিডিবি, বিবিআর, বিএমজি, বিজেডআরএ, ডিটিকে, জিএমএ, এইচবি, এমএসএল, বিএআরএন, এজি, বিডিজেড, এএসকেআর, বিআইজে, বিপিএন, এফএলইউ, এমএজে, এমআইজে (ব্লক) স্টেশনগুলিতে ট্রেন নির্দেশাত্মক বোর্ডের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪১,৯৬,৬৭৯.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৮৪,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখঃ** ০২.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** SDAH-02/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।

LOS ID: **12010651**

নিলামের তারিখ: **[20/04/2026]**

নিলামের ঠিকানা: ভিআইপি ম্যানশন, ডি সি 2/11, দেশবন্ধু নগর, পশ্চিমবঙ্গ - 700059

নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপীক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

আর্জেন্তিনায় মিক্সড মার্শাল আর্টে ইতিহাস সংগ্রামের

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৬ এপ্রিলঃ বয়সে ১৬ বছরের ছোট প্রতিপক্ষ। লড়াই আর্জেন্তিনার বুয়েনস আইরেসে। গ্যালারি ভর্তি দর্শক, অধিকাংশই প্রতিযোগীর হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। ভারতের সংগ্রাম সিং কিন্তু এতে দমলেন না। উলটে চোখের নিমেষে, মাত্র ১ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে, ফ্রান্সের ফ্লোরিয়ান কুদিয়েকে চিত করলেন। আর্জেন্তিনায় মিক্সড মার্শাল আর্ট জেতা প্রথম ভারতীয় ফাইটার হিসেবে গড়লেন ইতিহাসও। বুয়েনস আইরেসের টাইগার স্পোর্টস ক্লাবে ঠাসা গ্যালারি। লড়াই শুরু হতেই সংগ্রাম আক্রমণাত্মক। প্রথম ঘুষিটা মাথায় না লেগে কাঁধে লাগে ফ্লোরিয়ানের। জবাবে ফ্রেঞ্চ যোদ্ধা

পাঁজরে লাথি হাঁকান। পাল্টা জবাব দেন সংগ্রামও। কিন্তু লাথালাথি নয়, ম্যাচের মোড় ঘুরল কুস্তির প্যাঁচে। ফ্লোরিয়ানের পা ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন সংগ্রাম। লড়াইয়ের পরিভাষায় 'লেগ অ্যাটাক'। কাজে এল। মাটিতে নামিয়ে প্রথমে 'স্যান্ডি ভাঙার চেষ্টা, তারপর গলা চেপে ধরলেন। রেফারি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন লড়াই থেকে ক্ষান্ত দেওয়ার কথা। শুরুতে অনড় ফ্লোরিয়ান। যদিও শেষমেশ হার মানলেন। এদিন ৮৩ কেজি বিভাগে লড়েছেন সংগ্রাম। দুই কেজি ছাড় ছিল। সারাদিন কঠোর অনুশীলন, সামান্য জলপান-সেই প্রস্তুতির ফল মিলল রিংয়ের যুদ্ধে। এটি সংগ্রামের তৃতীয় এমএমএ জয়। আগের দুটো এসেছে জর্জিয়ার তিবলিসি ও নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে। তিনটি দেশে তিন-তিনটি জয়-হ্যাটট্রিক! প্রথম সাফল্য এসেছিল পাকিস্তানি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে-মাত্র ৯০ সেকেন্ডে। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় রাউন্ডে। তৃতীয়টি-এই আর্জেন্তিনার মঞ্চে-এক মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে। কমনওয়েলথ হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন সংগ্রাম জয়ের পর বললেন, ''জেতা বা হারা আমার কাছে বড় নয়। আমি হয় জিতি, নয়তো শিখি। আমি সবসময় বলি, আবেগের কোনও বয়স নেই। স্বপ্নটা বড় রাখলে সেটা পূরণও হয়। আর্জেন্তিনায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই সাফল্য স্বপ্ন সত্যি হয়েছে!'' পাশাপাশি ২৫ বছর ধরে পাশে থাকা কোচ ভূপেশকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। সংগ্রামের কথায়, দিনরাত পরিশ্রম করে কোচ তাঁকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। মঞ্চ নতুন, গ্যালারি ছিল সম্পূর্ণ অচেনা মানুষে ভরা। কিন্তু তাঁদেরও অনেকে সংগ্রামের হয়ে চিৎকার করেছেন। যা দেখে চ্যাম্পিয়নও বিস্মিত। অবাক সুরে বললেন, ''বুঝতে পারছিলাম না, পুরো স্টেডিয়াম কেন আমার জন্য গলা ফাটাচ্ছে!''

বিরাটের দাপটে ম্লান রোহিত, রেকর্ড কোহলির!

নিজস্ব প্রতিবেদন

তিনি আর রেকর্ড যেন সমার্থক। ইতিমধ্যেই আইপিএলে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন বিরাট কোহলি কিন্তু গতকাল চেন্নাইকে হারানোর পর আবার রেকর্ড গড়লেন কোহলি। এবার আইপিএল ইতিহাসে সবথেকে বেশি রানের পাশাপাশি তিনি করেছেন একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি রান। কোহলি ছাপিয়ে গেলেন রোহিত শর্মাকে। এর আগে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি রানের রেকর্ড ছিল রোহিত শর্মার। মুম্বইয়ের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচে ১১৬১ রান করেছিলেন রোহিত শর্মা। কোনও একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এতদিন এটাই ছিল সর্বোচ্চ রান। কিন্তু গতকাল তাঁকে টপকে গেলেন কোহলি। এতদিন দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কোহলি। রোহিতের রেকর্ড ভাঙতে এতদিন তাঁর দরকার ছিল মাত্র ১৬ রান। কিন্তু গতকাল

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে চতুর্থ ওভারেই রোহিতকে টপকে যান বিরাট। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কোহলির বর্তমান রানসংখ্যা ১১৭৮। যদিও আইপিএল ও বন্ধ হয়ে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ধরলে সেই রেকর্ড বহু আগেই ভেঙে দিয়েছেন কোহলি। দুধরণের প্রতিযোগিতা ধরে রেকর্ড ভাঙতে কোহলির দরকার ছিল মাত্র ২ রান। প্রথম ওভারেই সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি ম্যাচেই চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন বিরাট। করেছিলেন ১৪ রান। প্রথম ম্যাচে বিরাট করেছিলেন ৬৯ নট আউট রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস। ৩৮ বলে ৬৯ রান করেছিলেন বিরাট। মেরেছিলেন ৫টি চার ও ৫টি ছয়। গতকাল করেছিলেন ১৮ বলে ২৮ রান। প্রথমে হায়দরাবাদ ও পরে চেন্নাই, দুই হেভিওয়েট দলকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম স্থানে আরসিবি। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আরসিবি। কোহলি এই ফর্মে থাকলে আবার দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ের আশা করতে পারেন আরসিবি সমর্থকরা। এর আগে কোহলি সম্বন্ধে জিতেশ শর্মা বলেছিলেন, এই আইপিএলে ৯৭৩ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন কোহলি। ২০১৬ সালে ৯৭৩ রান করেছিলেন কোহলি, যা আজও রেকর্ড। এবার টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ের পাশাপাশি এই রেকর্ড ভাঙতে দেখতে চান সমর্থকরা।

লোবেরার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন, চাপে মোহনবাগান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ ভাল শুরু করেও হঠাৎ খেই হারিয়েছে মোহনবাগান। ৩ ম্যাচে হারিয়েছে ৭ পয়েন্ট। সিঙ্গল লেগের প্রতিযোগিতায় ৭ পয়েন্ট হারানোয় অনেক ব্যাকফুটে মোহনবাগান। গত ম্যাচেই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে শেষ

মুহূর্তে গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ ড্র করেছেন লিস্টনরা। বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা বলেছেন, ''আমরা এখনো চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে প্রবলভাবে আছি।'' এরপর থেকেই বাগানের ভুলত্রুটি গুলো প্রকট হচ্ছে। বাগান কোচ সের্জিও লোবেরার দলের প্রধান প্রবণতা হল, দুই উইং দিয়ে উইঙ্গার উঠিয়ে গোলবক্সে বল রাখা। কিন্তু জামশেদপুরের বিরুদ্ধে স্টিফেন ইজে একাই প্রবলভাবে গতিরোধ করেছেন বাগানের এই গেমপ্ল্যানের। সাড়ে ৬ ফুটের লম্বা ডিফেন্ডার এই উঁচু বল উড়িয়েছেন একাই। তারপরেও কেন তাঁকে আটকানোর কথা ভাবল না বাগান? প্রশ্ন উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন দিমি ও কামিন্সকে বারবার পরের দিকে নামানো হচ্ছে? রবসন নিজেও ফিট নয়। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন নড়ার জায়গায় নেই। রবসনের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আগেই। আগের ম্যাচে সম্পূর্ণ হতাশ করলেন ম্যাকলারেন। ৩টিও সুযোগ পেয়েও গোল আসেনি তাঁর পা থেকে। একমাত্র লিস্টন কোলাসোর বিশ্বমানের গোল ছাড়া কিছুই প্রাপ্তি নেই বাগানের। আগের ম্যাচে বাগানের ড্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই দায়ী করা হচ্ছে ম্যাকলারেনকে। মোহনবাগান অ্যাকাদেমির ছাত্র ঋত্বিক দাসের করা গোলে জেতা ম্যাচ ড্র করল মোহনবাগান। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কেন ঋত্বিককে নিয়ে কোনও বাড়তি পরিকল্পনা করেনি বাগান? এই আইএসএলে প্রত্যেকটি দল প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একবার করেই খেলবে। ইতিমধ্যে ৭ পয়েন্ট নষ্ট করে প্রবল চাপে রয়েছে মোহনবাগান। মলিনাকে সরিয়ে আনা হয়েছিল সের্জিও লোবেরাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে খেই হারাচ্ছে মোহনবাগান। এই মুহূর্তে ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে মুম্বই সিটি। ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে বাগান। কিন্তু গোল পার্থক্যের বিচারে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে ৩ ও ৪ নম্বরে জামশেদপুর ও বেঙ্গালুরু। ১১ এপ্রিল পরবর্তী ম্যাচ মোহনবাগানের। সেই ম্যাচেও জয় না এলে লোবেরার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে।

একদিকে স্বস্তি, অন্যদিকে চাপ! রশিদের চোটে চিন্তায় লাল হলুদ কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ ১১ এপ্রিল, শনিবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামতে চলেছে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে। মহামেডানকে সাত গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর লাল-হলুদ শিবিরে এখন আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকরা চাইছেন সেই জয়ের ধারা বজায় থাকুক পরের ম্যাচেও। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে দল পেয়েছে একসঙ্গে স্বস্তি ও দুশ্চিন্তার খবর। সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয়, আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলে চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন। তাঁর উপস্থিতি রক্ষণভাগকে অনেকটাই শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে বড় ধাক্কা এসেছে মিডফিল্ডে। দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফুটবলার মহম্মদ রশিদ গুরুতর চোটে আক্রান্ত হয়ে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে চলে

গিয়েছেন। চার এপ্রিল অনুশীলনের সময় শৌভিক চক্রবর্তীর ট্যাকলে গোড়ালিতে চোট পান রশিদ। চোট পাওয়ার পরই বোঝা যায় বিষয়টি গুরুতর, কারণ তিনি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। দ্রুত তাঁর পরীক্ষা করানো হয় এবং রিপোর্টে চোটের গুরুত্ব ধরা পড়ে। ফলে তাঁকে কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে। যদিও আশা করা হচ্ছে, লিগের শেষের দিকে তিনি আবার দলে ফিরতে পারবেন। রশিদের অনুপস্থিতি দলের জন্য বড় চিন্তার কারণ। কারণ তিনি মিডফিল্ডে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তেমনই প্রয়োজনে রক্ষণেও নেমে দলকে সাহায্য করেন এবং আক্রমণেও অবদান রাখেন। সিবিলে না থাকাকালীন সময়ে তিনি রক্ষণ সামলানোর দায়িত্বও নিয়েছিলেন। ফলে এখন তাঁর না থাকা কোচ অস্কার ব্রুজোর পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জিকসন সিংকে ডিফেন্স থেকে তুলে মিডফিল্ডে ব্যবহার করা হতে পারে। অন্যদিকে, আনোয়ার আলির ফিটনেস নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। হংকং ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পাওয়ার পর তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাঁর রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে দল। আপাতত তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে এবং ধীরে সুস্থে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, একদিকে সিবিলের ফেরা যেমন স্বস্তি দিয়েছে, অন্যদিকে রশিদ ও আনোয়ারের চোট ইস্টবেঙ্গল শিবিরে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। লিগের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রতিটি ম্যাচই এখন জেতা জরুরি। তাই মূল খেলোয়াড়দের ফিটনেসই দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

ধুঁকছে সিএসকে, কবে ফিরবেন ধোনি?

চেন্নাই, ৬ এপ্রিলঃ শুরুটাই দুঃস্বপ্নের। টানা তিন ম্যাচে হার। পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলায় চেন্নাই সুপার কিংস। এমন সময় আশার আলো-মহেন্দ্র সিং ধোনি ফিরতে পারেন দলে। পাশাপাশি তরুণ ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসও কামব্যাক করতে চলেছেন। চেন্নাই শিবির সূত্রে এমনটাই খবর। দিল্লি

ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে এই যৌথ প্রত্যাবর্তন সিএসকের জন্য নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ধোনি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ফিটনেস টেস্ট দেবেন। রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে সরাসরি একাদশে দেখা যেতে পারে তাঁকে। চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচও খেলেননি। কাফ ইনজুরির কারণে প্রথম তিন ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন। এর আগে নেটে ব্যাট করতে দেখা গেলেও ধোনিকে তড়িঘড়ি মাঠে নামাতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। পুরোপুরি ফিট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই অপেক্ষার শেষ হতে চলেছে। অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড় আগেই বলেছিলেন, ''ধোনি ঠিক পথেই আছে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। খুব তাড়াতাড়িই ফিরবে!'' এবার সেই কামব্যাক বাস্তব হতে চলেছে। এখন সবার নজর ফিটনেস টেস্টের দিকে। যদি ধোনি সত্যিই ফেরেন, তবে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচটাই হতে পারে সিএসকের 'রিস্টার্ট পয়েন্ট'। নাহলে চাপ আরও বাড়বে।

নেই হাত নেই পা! বিশ্ব তিরন্দাজি প্যারা সিরিজে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন ওড়িশার পায়েল

সংবাদ সংস্থা, বাংকক, ৬ এপ্রিলঃ না খেতে পারবে, না হাঁটতে পারবে এর চেয়ে বিষ দিয়ে দাও এক সময় এই নির্মম কথা শুনতে হয়েছিল পরিবারকে। আজ সেই মেয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন। ব্যাংককে ওয়ার্ল্ড আর্চারি প্যারা সিরিজে জোড়া সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন বছর আঠারোর পায়েল নাগ। ওড়িশার বলাঙ্গির-এর মেয়ে পায়েলের জীবন বদলে যায় ২০১৫ সালে। তখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। রায়পুরে নির্মীয়মাণ একটি বাড়ির ছাদে খেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। জলে ভেজা ছাদে তারের সংস্পর্শে আসতেই ঘটে দুর্ঘটনা। প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসকদের তাঁর চারটি অঙ্গ বাদ দিতে হয়। সংসার তখন চরম দারিদ্র্যে। বাবা বিজয় কুমার নাগ পেশায় রাজমিস্ত্রি। মা জনতা-সহ ছ'জনের পরিবারে পায়েলের চিকিৎসা চালানো সম্ভব হয়নি। শেষমেশ তাকে রাখা হয় পার্বতী গিরি বাল নিকেতন অনাথ আশ্রমে। সেখান থেকে শুরু নতুন লড়াই। ২০২৩ সালে কোচ কুলদীপ ভেদওয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় পায়েলের ছবি দেখে তাকে খুঁজে বের করেন। তিনিই নিয়ে যান কাটরার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। প্রথম দিনেই ভেঙে পড়েছিলেন পায়েল-আমি কীভাবে পারব? প্রশ্ন ছিল তাঁর। কোচের একটাই জবাব, পরিশ্রম করো, বাকিটা আমি দেখছি। তারপর শুরু হয় কঠোর অনুশীলন-প্রতিদিন প্রায় ৮ ঘণ্টা। বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্র দিয়ে শেখানো হয়

তিরন্দাজি। ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে ওঠেন পায়েল। ২০২৫ সালে এশিয়ান ইয়ুথ প্যারা গেমসে আন্তর্জাতিক অভিষেক, যেখানে বিশেষ যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয় ওয়ার্ল্ড আর্চারি। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বের প্রথম চার অঙ্গহীন তিরন্দাজ যিনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামেন। এরপর ব্যাংককে এল সেরা সাফল্য। ফাইনালে হারালেন বিশ্বের এক নম্বর শীতল দেবী-কে ১৩৯-১৩৬ ব্যবধানে। একই সঙ্গে দলগত বিভাগেও জিতলেন সোনা। ভারত মোট ১৬টি পদক জিতে তালিকায় এখন শীর্ষে। এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আনন্দ মাহিন্দ্রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, সাহস, দৃঢ়তা আর ইতিবাচক ভাবনার প্রকৃত মানে বুঝতে হলে পায়েলকে দেখুন। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কও। এই সাফল্যের যাত্রায় সর্বক্ষণ তাঁর পাশে ছিলেন দিদি বর্ষা। তিনি এদিন বলেন, ''মানুষ অনেক কথা বলেছিল, সেগুলোই ওকে আরও শক্ত করেছে।'' এক সময় যাকে বোঝা ভাবা হয়েছিল সংসারের, আজ তাঁর সাফল্যই হয়ে উঠেছে সব অপমানের জবাব।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আর্সেনালকে ছিটকে দেওয়া সাউথ্যাম্পটনকে পেল সিটি

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ৬ এপ্রিলঃ চতুর্থ কোয়ার্টার-ফাইনালে রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ২-২ ড্রয়ের পর, টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জয় পায় লিডস। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় ড্র। কোয়ার্টার-ফাইনালের সবচেয়ে চমক জাগানো জয়টি পায় সাউথ্যাম্পটন। দ্বিতীয় স্তরের দলটি হারিয়ে দেয় প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে শীর্ষে থাকা আর্সেনালকে। সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে লিভারপুলকে। টানা চতুর্থবারের মতো ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে আছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ২০২৩ সালে সবশেষ এই শিরোপা জয়ের পরের মরসুমে তারা ফাইনালে হারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে। আর গতবার শিরোপা লড়াইয়ে তাদের বিপক্ষে চমক জাগানো জয় পায় ক্রিস্টাল

প্যালেস। আর চেলসি ৭-০ গোলে উড়িয়ে দেয় পোর্ট ভেলকে। এই প্রতিযোগিতায় আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেলসি, সবশেষ ফাইনাল খেলেছে ২০২২ সালে, সেবার হেরেছিল লিভারপুলের বিপক্ষে। ১৯৭০ সালের ফাইনালে দেখা হয়েছিল চেলসি ও লিডসের। সেই ম্যাচে শিরোপা উল্লাস করেছিল চেলসি। এবার আবার শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে দল দুটি। আগামী ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে হবে সেমি-ফাইনাল দুটি।

সান সিরোয় ৭ গোলের থ্রিলার! রোমাকে উড়িয়ে সেরি আ খেতাবের আরও কাছে ইন্টার

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ৬ এপ্রিলঃ সান সিরো ময়দানে গোলবন্যা। কিন্তু একতরফা দাপট দেখাল খেতাবধারী টিম। আধিপত্য সমেত লড়াই জিতে শিরোপার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ইন্টার মিলান। ঘরের মাঠে রোমাকে উড়িয়ে দিল ৫-২ গোলে। জয়ের নায়ক লাউতারো মার্টিনেজ। চোট কাটিয়ে ফিরে জোড়া গোল আর্জেন্তিনীয় অধিনায়কের। নিট ফল-সেরি আ লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসি মিলানের থেকে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে গেল ইন্টার। সেরি তা খেতাব এবার আরও কাছে। ফেব্রুয়ারির পর প্রথম ম্যাচ। আর প্রত্যাবর্তনের খেলাতেই বাজিমাত। ম্যাচ শুরুর ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মার্টিনেজ। মার্কাস থুরামের পাস থেকে দুরন্ত ফিনিশ-রোমা তখন থেকেই টানা চাপে। গতরাতের ম্যাচে থুরাম-মার্টিনেজ জুটি দুর্দান্ত। দ্বিতীয়ার্ধে আবারও ফরাসি উইঙ্গারের অ্যাসিস্টে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আর্জেন্তিনার স্ট্রাইকার। গোলের সামনে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও ঠান্ডা মাথা-এই খেলায় ফারাক গড়ে দিয়েছে! মজার তথ্য-২০২২ সালের পর প্রথমবার কোনও ইন্টার

ফুটবলার একই ম্যাচে মার্টিনেজকে দু'টি অ্যাসিস্ট বাড়ে বাড়ালেন। আগে নিকোলো বারেল্লা, এবার থুরাম। প্রথমার্ধে ৪০ মিনিটে জিয়ানলুকা মানচিনি হেডে সমতা ফেরান। কিছুক্ষণ জন্য খেলায় ফিরেছিল রোমা। কিন্তু প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে হাকান চালহানোগলুর দূরপাল্লার দুরন্ত শটে আবার এগিয়ে যায় ইন্টার। ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া সেই শট কার্যত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। থুরামের গোল, তারপর বারেল্লার ফিনিশ-একসময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৫-১। শেষদিকে ইতালীয় মিডফিল্ডার লরেঞ্জো পেল্লেগ্রিনি একটি গোল শোধ করলেও তাতে ম্যাচের রং বদলায়নি। পরিসংখ্যান বলছে, সেরি আ-তে রোমার বিরুদ্ধে ইন্টার এর আগে ৯ বার ৫ বা তার বেশি গোল করেছে-অন্য কোনও দলের বিরুদ্ধে এই সাফল্য নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ-এই ম্যাচে প্রত্যাশিত গোল ১.১৭ হলেও ইন্টার বল জালে জড়িয়েছে ৫ বার। অর্থাৎ, সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতা অসাধারণ। এই জয় শুধু তিন পয়েন্ট নয়। পিছু ধাওয়া করা এসি মিলানকেও স্পষ্ট বার্তা দিল ইন্টার। টানা তিন ম্যাচ জিততে না পারার পর যেভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন বারেল্লা-মার্টিনেজরা, তা থেকে পরিষ্কার, খেতাব এবার ক্রিশ্চিয়ান চিভুর টিমই হাসিল করতে চলেছে। এখন সামনে নাপোলির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কিন্তু আগুনে ফর্মে ইন্টারকে থামানো ম্যাকটমিনে-লুকাকুদের পক্ষে সহজ হবে না। চোট কাটিয়ে মার্টিনেজের প্রত্যাবর্তন, থুরামের সাপোর্ট আর দলগত দাপট-সব মিলিয়ে ইন্টার-র এখন শিরোপার খুব কাছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com